১

আয়ুর্বেদের পরিচয় ও ইতিহাস

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'বিদ্' ধাতুর অর্থ জ্ঞান, আয়ুঃ সম্বন্ধীয় জ্ঞানবিজ্ঞান যে শাস্ত্রের সাহায্যে লাভ করা যায়, তাহাই আয়ুর্বেদ। চরক বলিয়াছেন, মনুষ্যের আয়ুঃ চার প্রকার হইয়া থাকে। যথা, হিত আয়ুঃ ও অহিত আয়ুঃ, সুখ আয়ুঃ ও দুঃখ আয়ু। যে আয়ুঃ জগতের হিতকর কার্যে নিযুক্ত হয় তাহা হিত আয়ুঃ, তাহার বিপরীত অহিত আয়ুঃ। যে আয়ুঃ সুখের সহিত ভোগ হয় তাহাকে সুখ আয়ুঃ বলে, তাহার বিপরীত দুঃখ আয়ুঃ। মানুষ যাহাতে হিত আয়ুঃ ও সুখ আয়ুঃ লাভ করে, তাহারই উপায় নির্ধারণার্থ আয়ুর্বেদশাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন, আয়ুর্বেদের প্রয়োজন দুই প্রকার— স্বস্থলোকের স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং রোগ হইলে তাহার প্রতিকার। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার উপায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। চিকিৎসাও দুই প্রকার বলা হইয়াছে— ভেষজসাধ্য ও শস্ত্রসাধ্য। ইহা হইতেই আয়ুর্বেদের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে— কায়চিকিৎসক সম্প্রদায় (school of physicians) এবং শল্যচিকিৎসক সম্প্রদায় (school of surgeons)।

ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান্ উপদেশ আয়ুর্বেদে নিহিত আছে। ভাষাহীন ইতর প্রাণী এবং স্থাবর জীব বৃক্ষলতাদির উপরেও আয়ুর্বেদকারগণের করুণা বর্ষিত হইয়াছিল। সেইজন্য অশ্বায়ুর্বেদ, গবায়ুর্বেদ, গজায়ুর্বেদ, বৃক্ষায়ুর্বেদ প্রভৃতি আয়ুর্বেদের উপাঙ্গসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে শালিহোত্রসংহিতা, পালকাপ্যসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাবলী এখনও বর্তমান।

অতি প্রাচীনকালেই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা আটটি অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছিল। যথা :

(১) শল্যতন্ত্র বা যন্ত্র-শস্ত্রসাধ্য রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা (surgery and midwifery), (২) শালাক্যতন্ত্র বা চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা, কণ্ঠ প্রভৃতি ঊর্দ্ধ-জত্রুগত রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা, (৩) কায়চিকিৎসা বা ভেষজসাধ্য সার্ব-কায়িক রোগের চিকিৎসা (practice of medicine) (৪) ভূতবিদ্যা বা মানসরোগ চিকিৎসা, (৫) কৌমার ভৃত্য বা শিশুপালন বিধি ও শিশুচিকিৎসা, (৬) অগদতন্ত্র বা স্থাবর জঙ্গম সকল প্রকার বিষের পরিজ্ঞান ও চিকিৎসা, (৭) রসায়নতন্ত্র বা জরাব্যাধিপীড়িত জীর্ণশীর্ণ লোকের পুনরায় বয়ঃস্থাপনের চিকিৎসা, (৮) বাজীকরণ বা হীনবীর্য লোকের চিকিৎসা।

এখন যেমন পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বা specialist চিকিৎসক দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বকালে আয়ুর্বেদেরও সেইরূপ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা কায়চিকিৎসক (physician), শল্যতান্ত্রিক (surgeon), শালাক্য চিকিৎসক (specialist in eye, ear, nose and throat disease), অগদতান্ত্রিক বা বিষচিকিৎসক (toxicologist) প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। আয়ুর্বেদের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের ক্রমোন্নতি সেকালে যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল এবং প্রত্যেক অঙ্গের অন্ততঃ আট-দশখানি সংহিতা গ্রন্থ (authoritative works) বিরচিত হইয়াছিল। এইরূপ পঞ্চাশ ষাট খানি গ্রন্থের নাম ও পাঠোদ্ধার, সাত আট-শত বৎসর পূর্বে রচিত টীকা-গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় ঐ সকল মূল গ্রন্থের অধিকাংশ এখন রাজ্যবিপ্লবাদি নানা কারণে বিলুপ্ত। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশ প্রাচীন সংহিতাগুলির প্রতিসংস্কার (re-compilation) বা সংগ্রহ মাত্র।

পূর্বাঙ্গ বা পূর্বখণ্ড

১. **শারীরবিদ্যা**—ইহা দুইভাগে বিভক্ত, যথা :

শারীরপরিচয়—শরীরের অস্থি, পেশী, স্নায়ু, কণ্ডরা, শিরা, ধমনী, নাড়ী,

হৃদয়, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির উপাদান, আকৃতি, সংখ্যা, সংস্থান, গঠনপ্রণালী ইত্যাদি এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

শারীরবিজ্ঞান—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রাদির ক্রিয়া কিরূপ নিয়মে নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ রক্ত সর্বশরীরে কিরূপভাবে সঞ্চালিত হয়, ভুক্তদ্রব্য কিরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শরীর পোষণ করে, শরীরস্থ মলমূত্রাদি কিরূপে বহির্গত হইয়া যায়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ প্রভৃতি কিরূপে অনুভূত হয় এবং অঙ্গচালনাদি কার্য কী উপায়ে ও কোন্ প্রণালীতে সম্পাদিত হয় ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিজ্ঞান যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে শারীরবিজ্ঞান বলা যায়। আয়ুর্বেদের ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ)-তত্ত্ব এই বিদ্যারই চরম উৎকর্ষ।

২. **মনোবিজ্ঞান ও দর্শন**—মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মানসরোগের চিকিৎসার জন্য যে সকল উপায় বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলি বুঝিবার জন্য মনোবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন। এইজন্য চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আয়ুর্বেদের এই অংশ এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়।

৩. **দ্রব্যগুণ** (মেটিরিয়া মেডিকা এবং থেরাপিউটিক্স)— খাদ্য ও ঔষধরূপে আমরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি তাহাদের গুণ নির্ণয় করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কোন্ খাদ্য কিরূপ পুষ্টিকর, কোন্ খাদ্য বা ঔষধ কোন্ দোষকে কুপিত বা প্রশমিত করে এবং কোন্ রোগ নষ্ট করে, কোন্ ঔষধ শরীরের কোন্ যন্ত্রের উপর কিরূপ কার্য করে এবং কোন্ রোগে কিরূপ বিশিষ্ট প্রভাব দেখায় ইত্যাদি বিষয় এই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের পরিচয় (indentification) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও এই শাস্ত্র শিক্ষা করা আবশ্যক।

৪. **পরিভাষা**—মানপরিভাষা, দ্রব্য গ্রহণের নিয়ম, দ্রব্য কল্পনা, ভাবনা বিধি, ঘৃত-তৈল-গুড়াদি পাকের নিয়ম, অরিষ্ট আসব সুরা শুক্ত চুক্র প্রভৃতি প্রস্তুতের নিয়ম এবং ঔষধ সেবনের নিয়ম, কাল প্রভৃতির বিষয় পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত।

৫. **রসতন্ত্র**—পারদের ও অন্যান্য খনিজ পদার্থসমূহের শোধন-জারণ-মারণ প্রভৃতি এবং দোষগুণাদি যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়, তাহার নাম রসতন্ত্র। ইহা আয়ুর্বেদে পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইয়াছে। এইজন্য দ্রব্যগুণের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া উহাদের গুণাদির বিষয় রসতন্ত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

৬. **স্বস্থবৃত্ত**—দিনচর্যা, ঋতুচর্যা, রাত্রিচর্যা, আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, স্নান প্রভৃতির নিয়ম, বেগধারণাদি নিষেধ, সদাচার বিধি— ইত্যাদি যে সকল বিষয় সুস্থের পক্ষে হিতকর এবং পরমায়ুবর্ধক সেই সমস্ত প্রসঙ্গের আলোচনা।

৭. **ত্রিসূত্রবিজ্ঞান**—অর্থাৎ রোগ সমূহের হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান —এই ত্রিবিধ সূত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমগ্র আয়ুর্বেদ ত্রিসূত্র নামে অভিহিত। রোগ সকল কী কারণে উৎপন্ন হয়, হইলে কী লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঔষধ প্রয়োগের কৌশল বা নিয়ম কিরূপ, ত্রিসূত্র বিজ্ঞানে তাহাই সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে ভিন্ন ভিন্ন রোগ বা ঔষধ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই, অথচ সমস্ত রোগ ও ঔষধ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে।

হেতুসূত্র—হেতুসূত্র অর্থে রোগের নিদানতত্ত্ব (etiology) বুঝায়।

লিঙ্গসূত্র—লিঙ্গসূত্র বলিলে রোগসকলের লক্ষণতত্ত্ব (symptomatology) এবং রোগজনিত শারীরিক বিকৃতিতত্ত্ব (pathology) বুঝায়।

ঔষধসূত্র—ঔষধসূত্র অর্থে ঔষধসমূহের চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ বিজ্ঞান বুঝায়।

শেষাঙ্গ বা উত্তরখণ্ড

১. **কায়চিকিৎসাতন্ত্র**—জ্বর, অতিসার, কাস, যক্ষ্মা, মেহ প্রভৃতি যে সকল রোগ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রশমিত হয়, তাহাদের নিদান, পূর্বরূপ, রূপ প্রভৃতি এবং ঐ সকল রোগের পথ্য ও চিকিৎসা এই অংশের আলোচ্য বিষয়।

২. **শল্যতন্ত্র**—দুইভাগে বিভক্ত, যথা :

সাধারণ শস্ত্রচিকিৎসা—অর্থাৎ শস্ত্রসাধ্য সাধারণ ব্যাধির নিদান,

লক্ষণ ও চিকিৎসাবিধি। যন্ত্রশস্ত্রসমূহের লক্ষণ, রক্তমোক্ষণ এবং অগ্নি, ক্ষার, জলৌকা ও শস্ত্রাদি প্রয়োগের নিয়ম শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

প্রসূতিতন্ত্র—গর্ভের উৎপত্তি, গর্ভিণীচর্যা, গর্ভিণীর রোগচিকিৎসা, গর্ভের রক্ষা বিধান, প্রসব করাইবার নিয়ম এবং মূঢ়গর্ভ চিকিৎসা প্রভৃতি এই প্রকরণে আলোচ্য।

৩. **শালাক্যতন্ত্র**—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, মুখ প্রভৃতি উর্ধ্ব-জত্রুগত রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি এই তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৪. **ভূতবিদ্যা**—উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি যে সকল রোগে মনুষ্য ভূতাবিষ্টের ন্যায় বিকৃত চেষ্টাদি করে, সেই সকল রোগের তত্ত্বপরিজ্ঞান লক্ষণ ও চিকিৎসা ভূতবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

৫. **কৌমারভৃত্যতন্ত্র**—শিশুপালন, বালরোগবিজ্ঞান এবং বালরোগ-চিকিৎসা এই তন্ত্রের আলোচ্য।

৬. **অগদতন্ত্র**—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত বিষের বিবরণ, বিষপান ও সর্পাদি দংশনের লক্ষণ এবং চিকিৎসা অগদতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৭. **রসায়নতন্ত্র**—জরাব্যাধিবিনাশক ঔষধাদির বিবরণ এবং প্রয়োগের নিয়ম এই তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

৮. **বাজীকরণতন্ত্র**—হীনবীর্য লোকের চিকিৎসা এবং সুস্থ ব্যক্তির সন্তানোৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির উপায় এই তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

বৈদিক যুগে আয়ুর্বেদ

সুশ্রুত বলিয়াছেন, আয়ুর্বেদ অথর্ব বেদের উপাঙ্গ। চরণব্যূহে ব্যাসদেব আয়ুর্বেদকে ঋগ্‌বেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ আয়ুর্বেদের অনেক কথাই অথর্ববেদে বর্তমান। ঋগ্‌বেদে আয়ুর্বেদের কথা অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। এইজন্য চরকসংহিতায় অথর্ববেদের উপরই বিশেষ ভক্তি দেখানো হইয়াছে। বস্তুতঃ বৈদিক সাহিত্যে আয়ুর্বেদের প্রত্যেক অঙ্গ সম্বন্ধে এত প্রয়োজনীয় কথা

পাওয়া যায় যে ঐ সকল বিষয়ের সংগ্রহ ও আলোচনা করিলে একখানি পৃথক্ পুস্তক রচিত হইতে পারে। এইস্থলে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত করিতেছি। অথর্ববেদে হৃদয় (heart), ক্লোম (tracheo-bronchial tree), কফোড় (lungs), বৃক্ক (kidneys), গবীনীদ্বয় (ureters),প্লাশি বা বস্তি, (bladder), অলীক্ষ বা অগ্ন্যাশয় (pancreas), যকৃৎ (liver), প্লীহন্ (spleen), অন্ত্র ((intestines), অণ্ড বা মুষ্ক (testicles), বনিষ্ঠু (prostate gland), গুদ (rectum), মস্তিষ্ক (brain), পেশনী বা পেশী (muscles), স্নাব বা স্নায়ু (sinew or fibrous tissue), ধমনী (artery), হিরা বা শিরা (vein), নাড়ী (nerves) প্রভৃতি শারীরশাস্ত্রের অনেক সংজ্ঞাই বর্ত্তমান। শব্দোচ্চারণসাদৃশ্যে এই সকল সংজ্ঞার মধ্যে অনেকগুলিকে প্রচলিত লাটিন সংজ্ঞা সমূহের মূল বলা যাইতে পারে। মদীয় 'প্রত্যক্ষশারীর' নামক শারীরগ্রন্থে শারীর সংজ্ঞা নির্ধারণের সময় এই সকল বৈদিক সংজ্ঞার সাহায্য আমি যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের সুপ্রসিদ্ধ ত্রিদোষতত্ত্ব অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফের কথা এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান প্রভৃতি বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কথা এবং অন্ন বিপাকাদি শারীর কার্যপ্রণালী প্রভৃতি অনেক তত্ত্বই বৈদিক সাহিত্যে বর্ত্তমান।

এতদ্ভিন্ন সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য এবং স্থূল বা দৃশ্য ক্রিমি সম্বন্ধে অথর্ববেদে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাদের আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অদৃশ্য ক্রিমির উল্লেখ চরক সুশ্রুতাদিতেও আছে, কিন্তু অথর্ববেদের বর্ণনা প্রায়ই সুবিস্তৃত। অথর্ববেদ এ-কথাও বলিয়াছেন যে, সূর্যরশ্মি বহু সূক্ষ্ম ক্রিমি নষ্ট করিতে সমর্থ।

রোগবর্ণনাপ্রসঙ্গে অথর্ববেদে অর্শঃ (piles), অপচী (scrofula), কাস, কুষ্ঠ, হরিমা (jaundice), তক্মন্ বা ম্যালেরিয়া জ্বর, বলাস (asthma or bronchitis), বিসল্প (বিসর্প বা erysepalus), সিকতা (calculi),

বিদ্রধি (deep internal suppuration), রাজযক্ষ্মা বা জায়ান্য (phthisis) প্রভৃতি রোগেরও প্রচুর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে অতি প্রাচীন কালেও যে ম্যালেরিয়া জ্বর হইত, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ভেষজ সম্বন্ধেও বৈদিক সাহিত্যে অনেক বর্ণনা দেখা যায়। অপামার্গ, আমলকী, অশ্বগন্ধা, অরুন্ধতী (লাক্ষা), করঞ্জ, কুমুদ, কুষ্ঠ, খদির, গুগ্‌গুলু, পাঠা (আকনাদি), ত্রপু (রাং) প্রভৃতি অনেক ভেষজেরই নাম উল্লেখযোগ্য।

শস্ত্রসাধ্য চিকিৎসার সাফল্য সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত :

"সদ্যোজঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম্।"

"বিশ্‌পলার জঙ্ঘা ছিন্ন হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহাকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবার জন্য লৌহময়ী জঙ্ঘা দিয়াছিলেন।"

আয়ুর্বেদের উৎপত্তি

আয়ুর্বেদের অবতরণ-প্রসঙ্গ চরক-সুশ্রুতাদি গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত আছে—জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার হৃদয়ে এই শাস্ত্র প্রথমে আবির্ভূত হয়। তিনি দক্ষপ্রজাপতিকে উপদেশ করেন, তাঁহার নিকট হইতে স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্বেদের আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি হিমালয়ের পরপারে বাস করিতেন। মর্ত্যলোকের রোগ-দুঃখ দর্শনে কাতর হইয়া ঋষিগণ তাঁহার নিকট হইতে এই শাস্ত্র আনয়ন করিবার জন্য মহর্ষি ভরদ্বাজকে প্রেরণ করেন। তিনি অধ্যয়নান্তে ফিরিয়া আসিয়া ঋষিগণকে আয়ুর্বেদশাস্ত্র উপদেশ করিলে পুনর্বসু আত্রেয়ের শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি প্রভৃতি অনেকঋষি নিজ নিজ সংহিতাগ্রন্থ নির্মাণ করেন। ইঁহারা আত্রেয় সম্প্রদায় বা কায়চিকিৎসক সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সময়েই কাশীরাজ দিবদাস ধন্বন্তরি আর একটি সম্প্রদায় স্থাপন করেন—উহা তাঁহার নামে

ধন্বন্তরি সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কথিত আছে, এই কাশীরাজ দিবদাস সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত ধন্বন্তরি-নারায়ণের অবতার। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে সুশ্রুত, ভোজ, উপধেনব, উরভ্র, পুষ্কলাবত, বৈতরণ, গোপুর-রক্ষিত প্রভৃতি ঋষিগণ নিজ নিজ নামে বহু শল্যতন্ত্র সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। বর্তমান সুশ্রুত সংহিতা এই সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থ, কিন্তু ইহা প্রাচীন বৃদ্ধ সুশ্রুতসংহিতার প্রতিসংস্কৃত সংক্ষিপ্তসার মাত্র। এই ধন্বন্তরি সম্প্রদায়কে শল্য-তান্ত্রিক সম্প্রদায় বলা হয়। বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদের যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও টীকাদি পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আট শত বৎসর পূর্বেও পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকগুলি পাওয়া যাইত। ব্যাপক ভাবে গ্রন্থোদ্ধারচেষ্টা হইলে এখনও আয়ুর্বেদের অনেক গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারে—যেমন তাঞ্জোর লাইব্রেরিতে ভেলসংহিতা নামক প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে (এই গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনীষিপ্রবর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে)। সম্প্রতি বৃদ্ধজীবকতন্ত্র বা কাশ্যপসংহিতা নামে আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও বহু আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য মহাশয়ের চেষ্টায় নেপাল হইতে আনীত হইয়া তাঁহারই সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছে।

আয়ুর্বেদের সিদ্ধযুগ বা রসবৈদ্য সম্প্রদায়

আমরা আয়ুর্বেদের আর্ষকাল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদের আর একটি যুগের কথা বলা আবশ্যক। এই যুগের প্রবর্তক রসবৈদ্য বা সিদ্ধ সম্প্রদায়। ইঁহারা বহুশত বৎসর পূর্বে পারদাদি ধাতুঘটিত চিকিৎসার বিশেষ প্রবর্তন করেন। পূর্বোক্ত আর্ষকালে লৌহ, শিলাজতু প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর অল্পস্বল্প ব্যবহার থাকিলেও পারদাদির আভ্যন্তর ব্যবহার প্রায় ছিল না। এই রসবৈদ্য সম্প্রদায় পারদের সর্বরোগনাশিনী শক্তির আবিষ্কার করেন। তাঁহারাই পারদাদি ধাতু সংযোগে তাম্রাদি ধাতু হইতে স্বর্ণ

ও রৌপ্য প্রস্তুত করার কৌশলও আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই সম্প্রদায়ের গৌরব একদিন এতদূর উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল যে একমাত্র পারদ হইতেই চতুর্বর্গ ফল লাভ হয় এইরূপ একটি দার্শনিক মত রসেশ্বর দর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মাধবাচার্য সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বর দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে প্রচলিত আয়ুর্বেদের উপর এই রসবৈদ্য সম্প্রদায়ের প্রভাব এতদূর বিস্তারিত হইয়াছে যে, এখন আয়ুর্বেদকে আর প্রাচীন ঋষিযুগের আয়ুর্বেদ বলা যায় না। দক্ষিণভারতের কোনো কোনো প্রদেশ ও সিন্ধুদেশ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশেই আর্ষ চিকিৎসা রস-চিকিৎসার সহিত মিশ্রিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।

কথিত আছে, এই রসবৈদ্য সম্প্রদায়ের মত আদিদেব মহাদেব কর্তৃক উপদিষ্ট এবং আদিনাথ, চন্দ্রসেন, নিত্যানন্দ, গোরক্ষনাথ, কপালি, ভালুকি, মাণ্ডব্য প্রভৃতি যোগিগণ কর্তৃক যোগসাধন বলে স্থাপিত।

দক্ষিণ-ভারতে আয়ুর্বেদ

দক্ষিণ-ভারতে আয়ুর্বেদ প্রচারের মূলপুরুষ অগস্ত্যমুনি—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু আয়ুর্বেদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধ সম্প্রদায় বা রসবৈদ্য সম্প্রদায়ের মতও সেখানে বিশেষভাবে তামিল ভাষায় প্রচারিত হইয়াছিল। সেইজন্য দক্ষিণ-ভারতে এই সিদ্ধ মত আয়ুর্বেদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বর্তমান। এই সিদ্ধ সম্প্রদায়ের পুলস্ত্য, প্যুহমনি, পুলিপ্পাণি, ভোগর, তেরস্থর, বৈথরিমুস্থ, তিরুরান্, কুরু, জেবিমুস্থ, মঙ্গরাজ, অভিনবচন্দ্র প্রভৃতি ত্রিশ-চল্লিশ জন আচার্যের প্রণীত গ্রন্থ অদ্যাপি তামিল ভাষায় বর্তমান। দক্ষিণাপথে বসবরাজ, বিজ্ঞানেশ্বর, পূজ্যপাদ, মঙ্গরাজ, মস্থানভৈরব, ত্রিমল্লভট্ট, শ্রীকণ্ঠ, নাগনাথ, বল্লভেন্দ্র, নঞ্জরাজ প্রভৃতি আচার্যগণের প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থও আছে। তন্মধ্যে বসবরাজ প্রভৃতির প্রণীত দুই-একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থ বঙ্গদেশে নিতান্তই অপরিচিত।

মালাবার উপকূলে কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশে বিষচিকিৎসাদির অনেক নূতন গ্রন্থ সংস্কৃত-মিশ্র কেরল ভাষায় বা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও কেরল ভাষায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লক্ষণামৃত, উড্ডীশ, উৎপল, হরমেখলা, নারায়ণীয়, কালব্রজ, কালবঞ্চন, জ্যোৎস্নিকা ও প্রয়োগ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে সিংহল দ্বীপে প্রসিদ্ধ মন্থানভৈরব কৃত আনন্দকন্দ, ময়ূরপাদ কৃত যোগরত্নাকর, সারার্থসংগ্রহ, ভেষজ-মঞ্জুষা, সারস্বত নিঘণ্টু প্রভৃতি গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন আয়ুর্বেদে জ্ঞানোৎকর্ষের পরিচয়

প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল শারীরবিদ্যা না শিখিয়া চিকিৎসা করা চলিবে না। এই শারীরবিদ্যা যে কেবল শল্যতান্ত্রিককেই শিখিতে হইত তাহা নহে, কায়-চিকিৎসকেরও এই শারীরবিদ্যা অবশ্যশিক্ষণীয় ছিল। সেইজন্য চরক বলিয়াছেন,

শরীরং সর্বথা সর্বং সর্বদা বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্বেদং স কার্ৎস্ন্যেন বেদ লোকসুখপ্রদম্॥

যিনি সমগ্র শারীরবিদ্যা সকল প্রকারে জানিয়াছেন এবং শারীরবিদ্যার সকল কথা যাঁহার সর্বদা বুদ্ধিগোচর, তিনি আয়ুর্বেদের সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন।

সুশ্রুতও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,

শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্ বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ॥

শরীর ও শাস্ত্র, উভয় মিলাইয়া দেখিয়া শারীরবিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিবে এবং এই উপায়ে নিঃসংশয় জ্ঞানার্জন করিয়া চিকিৎসা করিবে।

শবব্যবচ্ছেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুশ্রুত স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়াছেন,

শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।

মৃতদেহ সম্যক্প্রকারে শোধন করিয়া শারীরবর্ণিত সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে।

কেবল চরক ও সুশ্রুতে নহে, বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্রসমূহে, পুরাণে এবং ধর্মশাস্ত্রেও শারীরবিদ্যা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায়

যে সেকালে কিছু শারীরবিদ্যা সাধারণ পণ্ডিতগণের পক্ষেও অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল। ভারতের বাহিরে সেই সময়ে শারীরশিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার তুলনা করুন। Dr. Puschmann তাঁহার History of Medical Education নামক গ্রন্থে মধ্যযুগে শারীর শিক্ষার অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

"Dissection of the human subject was in the first centuries of the middle ages opposed by religious and political ordinances and also by social prejudices."

ইউরোপের মধ্যযুগে ধর্মযাজকগণ এবং সামাজিকগণ সকলেই শবব্যবচ্ছেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

প্রাচীনকালে শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রক্ত-সংবহন (circulation of blood) সম্বন্ধে চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে হৃদয় হইতে ধমনীগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত রক্ত সর্বশরীরে সঞ্চরণ করিয়া হৃদয়েই ফিরিয়া যায় এবং গর্ভস্থ শিশুর রক্তপ্রবাহ মাতার হৃদয়ে ফিরিয়া যায় এবং সেখান হইতে পুনরায় গর্ভস্থ শিশুর হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে প্রাচীনেরা যে তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন সে তথ্য সার্ উইলিয়াম হার্ভে কর্তৃক ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হইলে সে সময়ের চিকিৎসকমণ্ডলী তাঁহাকে নিতান্ত উপহাস্য ও একঘরে করিয়াছিলেন।

আয়ুর্বেদের ত্রিদোষতত্ত্ব অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের সর্বদেহব্যাপিতা সম্বন্ধে আবিষ্কার ও প্রাচীনকালের জ্ঞানোৎকর্ষের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সিদ্ধান্তই গ্রীক দেশে গিয়া humoural theory রূপে পরিণত হয়। এই humoural theory উপহাসযোগ্য হইলেও ইহার মূল আয়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত, তাহা আমার 'সিদ্ধান্ত নিদান' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছি। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, বর্তমান সময়ের endocrinology আয়ুর্বেদীয় ত্রিদোষবিজ্ঞানের অনুসরণ করিতেছে। প্রাচীনকালে

ষট্চক্রবিজ্ঞান ও পঞ্চবিধ বায়ুর বর্ণনাও যে শারীরবিজ্ঞানমূলক, তাহাও মদীয় প্রত্যক্ষ শারীর নামক সংস্কৃত গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

দ্রব্যগুণতত্ত্বে ও ভেষজ নির্মাণ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের কৃতিত্বের পরিচয় পাশ্চাত্ত্য-বিদ্যা শিক্ষিত চিকিৎসকগণের মধ্যে নিতান্তই অপরিজ্ঞাত। বর্তমান সময়ে ইন্দুর, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া যেসকল তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়, আয়ুর্বেদের রস, বীর্য, বিপাক ও প্রভাবের নির্ণয় দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। দ্রব্যের রস বা স্বাদ, শরীরের উপর উষ্ণতা বা শৈত্যকারিতা শক্তি বা বীর্য, শরীরের অভ্যন্তরে দ্রব্যরসের পরিণাম বা বিপাক এবং রোগনাশ করিবার অচিন্ত্য শক্তি বা প্রভাব সম্বন্ধে, প্রাচীন আচার্যগণের জ্ঞানবিজ্ঞান অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, এ-কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে। দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে যে সকল পরিভাষা আয়ুর্বেদে প্রচলিত, তাহাদের অর্থ বুঝিলে দ্রব্যগুণশাস্ত্রে সহজেই উত্তম জ্ঞান লাভ করা যায়। বিশেষ কথা এই যে, মনুষ্যশরীরেই পরীক্ষা করিয়া সে কালের দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান রচিত হইয়াছিল, তখন চিকিৎসককে প্রথমে নিজ শরীরের উপর এবং পরে রোগীদের শরীরের উপর দ্রব্যের গুণ পরীক্ষা করিতে হইত।

রসশাস্ত্রের বিজ্ঞানে আয়ুর্বেদের রসতন্ত্র যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার History of Hindu Chemistry গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন। নূতন কথা ইহাই বলা যাইতে পারে, পারদের সহিত গন্ধক সংযুক্ত হইলে উহার কার্যকারিতা সহজেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়— এই তত্ত্ব রসবৈদ্য সম্প্রদায়ই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণের নিকট এখনও অজ্ঞাত, কিন্তু যে কোনো বৈদ্য রস-গন্ধক সংযোগে নির্মিত কজ্জলী, পর্পটী, রসসিন্দুর, মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ নির্ভয়ে সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিঠাবিষ, কুচিলা, হরিতাল, রসমাণিক্য প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধও নির্দোষ ভাবে নানাবিধ রোগে ব্যবহার করিবার কৌশল বৈদ্যগণের সুপরিজ্ঞাত। বিষাক্ত

ঔষধগুলির শোধন অর্থাৎ নির্দোষকরণ (Correction) প্রণালী আয়ুর্বেদীয় রসচিকিৎসার নিজস্ব। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ (রাং), সীসা, দস্তা প্রভৃতির সূক্ষ্ম ও নিতান্ত লঘু বা 'বারিতর' ভস্ম করার কৌশল এবং ঐ সকল ভস্মের সার্থক ব্যবহার অদ্যাপি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের কৃতিত্বের মূল ভিত্তি। ডাক্তারিতে কতকগুলি ধাতুর ব্যবহার ইউরোপ ও আমেরিকার পেটেন্ট-ওয়ালাদের ইচ্ছাধীন ও হস্তগত, ডাক্তারেরা প্রায় অন্ধভাবেই ঐ সকল ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঘৃত, তৈল, আসব ও অরিষ্ট প্রভৃতিতে নানাবিধ ঔষধের গুণাধান ও তদ্দ্বারা সাফল্যের সহিত চিকিৎসা চরক-সুশ্রুতাদির সময় হইতেই অথবা তাহার অনেক পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। দ্রব্যসমূহের রোগনিবারণী শক্তি যে কুকুর-বিড়ালের উপর পরীক্ষা করিয়া নির্ণীত হইতে পারে না, উহার জন্য যে সূক্ষ্মতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন, ইহা প্রাচীন আচার্যগণ উত্তমরূপেই বুঝিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মূলসূত্র ও বিশেষত্ব এই যে :

যাত্যুদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ।
সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ।

যাহা প্রবৃদ্ধ ব্যাধির উপশম করে এবং নূতন ব্যাধির সৃষ্টি করে না, তাহাই উপযুক্ত চিকিৎসা। যাহা ব্যাধির উপশম করিতে গিয়া নূতন ব্যাধির সৃষ্টি করে তাহা সুচিকিৎসা নহে।

শল্যতন্ত্র বা সার্জারিতেও আয়ুর্বেদের কৃতিত্ব অল্প ছিল না। আবশ্যকমতো হস্তপদাদির ছেদন, উদর-বিদারণ করিয়া আমাশয়, পক্বাশয় ও গর্ভাশয়ের উপর শস্ত্রকর্ম, বস্তি-বিদারণ করিয়া অশ্মরী (পাথুরী) নিষ্কাশন প্রভৃতি নানাবিধ উচ্চাঙ্গের শস্ত্রকর্ম (Major operation) করিবার বিধিব্যবস্থা সুশ্রুতাদি গ্রন্থে অদ্যাপি বর্তমান। ব্যবহার্য যন্ত্রশস্ত্রাদি সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, তাহা মনোরম। যন্ত্র সম্বন্ধে স্বস্তিক, সন্দংশ, তালযন্ত্র, নাড়ীযন্ত্র ও উপযন্ত্র, এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আয়ুর্বেদের নিজস্ব। বর্তমান সময়ে ডাক্তারী চিকিৎসায় যে সকল যন্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ যন্ত্রশস্ত্র সুশ্রুত

ও বাগ্‌ভট গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। অস্থিভঙ্গ, সন্ধিবিচ্যুতি প্রভৃতির চিকিৎসা আয়ুর্বেদে যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা ডাক্তারী সার্জারির নব্যতম সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

সেকালে যুদ্ধযাত্রায় রাজার সহিত বৈদ্যগণের স্কন্ধাবার বা camp যে ভাবে স্থাপিত হইত এবং শত্রু কর্তৃক দূষিত জলবায়ুর প্রতিকার বৈদ্যগণ যেরূপে করিতেন, তাহার বর্ণনাও সুশ্রুত সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদের এই অংশও সার্জারির মতো চর্চার অভাবে বিলুপ্ত।

অগদতন্ত্র বা বিষচিকিৎসাতেও আয়ুর্বেদের অল্প সাফল্য ছিল না। সুশ্রুতের কল্পস্থান আলোচনা করিলে দেখা যায় সর্পবিষ, অলর্কবিষ বা ক্ষিপ্তকুক্কুরবিষ (rabies) প্রভৃতির চিকিৎসা এবং মূষিক বৃশ্চিকাদি নানাবিধ বিষাক্ত জন্তু প্রভৃতির বর্ণনা ও তাহাদের বিষের চিকিৎসা সেকালে বৈদ্যগণের অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল। পূর্বকালে কীটশাস্ত্র (entomology) এবং বিষাক্ত জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি আয়ুর্বেদের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল, তাহার কিয়দংশ সুশ্রুত সংহিতায় অদ্যাপি বর্তমান।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীনকালের রোগপরীক্ষাবিধি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অধুনা যেমন ডাক্তারেরা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শ, এই চারিটি ইন্দ্রিয়ের ও প্রশ্নের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন, প্রাচীন কালেও সেইরূপেই রোগনির্ণয় করা হইত। চরক এই ইন্দ্রিয়চতুষ্টয় ব্যবহারের কথাই বলিয়াছেন। সুশ্রুত আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মতে রসনেন্দ্রিয় ব্যবহারও নিষিদ্ধ ছিল না। কেবল নাড়ী দেখিয়া সকল রোগ নির্ণয় করিবার অদ্ভুত কল্পনা চরক-সুশ্রুতাদি আচার্যগণের বুদ্ধিতে আসে নাই, এমন কি পরবর্তী যুগের বাগভটাচার্যের গ্রন্থেও রোগবিজ্ঞানের উপায়রূপে নাড়ী পরীক্ষার কথা উল্লিখিত হয় নাই। বস্তুতঃ পরবর্তী যুগে শারীরচর্চা বিলুপ্ত হইলে এবং "অঙ্গুষ্ঠমূলগত জীব সাক্ষিণী ধমনীর" সহিত হৃদ্‌যন্ত্রের সম্বন্ধ পর্যন্ত কবিরাজ মহাশয়গণ ভুলিয়া গেলে এই নাড়ীবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। কাণ্ডজ্ঞান

থাকিলে নাড়ী দেখিয়া অনেক কথা বলা যায়, একথা সত্য, কিন্তু নাড়ী দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় সকল কথাই বলিতে পারেন এরূপ একটা কৌশল বা প্রতারণা সদ্‌বৈদ্যগণ কখনই করেন না। তাহাই যদি সম্ভব হইত তবে আয়ুর্বেদের চরক-সুশ্রুতাদি গ্রন্থে চতুর্বিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং প্রশ্নের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করিবার সুস্পষ্ট উপদেশ দেখা যাইত না। পরবর্তীকালের শার্ঙ্গধরসংহিতা ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞানের কথা থাকিলেও উক্ত গ্রন্থকারগণ নাড়ীর দ্বারা সকল রোগ নির্ণয় হয়, এমন কথা কোথাও বলেন নাই।

কুষ্ঠ, জ্বর, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) প্রভৃতি কয়েকটি সংক্রামক রোগ সম্বন্ধেও প্রাচীন আয়ুর্বেদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অদৃশ্য জীবাণু বা ক্রিমি যে কুষ্ঠাদি অনেক রোগের কারণ, ইহাও প্রাচীনদের অজ্ঞাত ছিল না। অবশ্য বর্ত্তমানে এই সম্বন্ধে যতদূর জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, ততদূর সে সময়ে হয় নাই। কিন্তু সুশ্রুতের "রক্তবাহিসিরাস্থানা রক্তজা জন্তবোঽণবঃ ষট্ তে কুষ্ঠৈককর্ম্মাণঃ" এবং "কেশাদাদ্যা অদৃশ্যাস্তে" ইত্যাদি অদৃশ্য ক্রিমির উল্লেখ নিতান্তই বিস্ময়-জনক,— বিশেষতঃ সেকালে যখন অণুবীক্ষণযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই।

প্রাচীনকালের শিক্ষাপ্রণালী

প্রাচীনকালে গুরু শিষ্যোপনয়নীয় বিধি অনুসারে কঠোর নিয়মে শিষ্য বাছাই করিয়া গ্রহণ করিতেন। তীক্ষ্ণধী ও সদ্‌বংশপ্রসূত ছাত্র না হইলে গ্রহণ করিতেন না। ছাত্র ও গুরু উভয়কেই অগ্নি সাক্ষী করিয়া কতকগুলি প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। পরে কঠিন ব্রহ্মচর্যাদি নিয়ম পালন করিয়া ছাত্র বহু বৎসরকাল গুরুসেবা ও গুরুসকাশে অধ্যয়ন করিতেন। ছাত্রকে গুরুর উপদেশ অনুসারে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীরপরিচয় করিতে হইত, শল্যতন্ত্রের শিক্ষার্থ সর্বপ্রথমে চর্ম্ম, অলাবু, মৃত পশু প্রভৃতির উপর "যোগ্যা" (practical training) লইতে হইত।

এই সম্বন্ধে সুশ্রুতে বিস্তারিত উপদেশ দেখা যায়। ইহার পর ছাত্রকে

দ্রব্যপরিচয়, ভেষজনির্মাণ, রোগিপরীক্ষা ও চিকিৎসাপদ্ধতি প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হইত। অন্ততঃ সাত বৎসরকাল এইরূপভাবে শিক্ষা না পাইলে কেহ চিকিৎসা করিতে পাইতেন না। কেবল কাব্য-ব্যাকরণের ন্যায় আয়ুর্বেদ পড়িয়া কেহ চিকিৎসক হইতেন না, হইলে অত্যন্ত নিন্দিত হইতেন। সুশ্রুত বলিয়াছেন,

যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ।
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্॥
যস্তু কর্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধং চার্হতি রাজতঃ॥
উভাবেতাবনিপুণাবসমর্থৌ স্বকর্মনি।
অর্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবিব দ্বিজৌ॥
স্নেহাদিষ্বনভিজ্ঞা যে ছেদ্যাদিষু চ কর্মসু।
তে নিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যা নৃপ দোষতঃ॥
যস্তূভয়জ্ঞো মতিমান স সমর্থোঽর্থ সাধনে।
আহবে কর্ম নির্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃ স্যন্দনো যথা॥

—সুশ্রুত, সূত্র, ৪ অ.

যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ এবং যোগ্য বা কর্মাভ্যাস না করায় কার্যে অপটু, সে রোগীর নিকট গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হয়। যে কর্মে পটু কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানহীন, কেবল সাহসবশতঃ চিকিৎসা কার্য করে, সে রাজার নিকট হইতে প্রাণদণ্ড পাইবার যোগ্য। এই উভয় প্রকার বৈদ্যই অনিপুণ ও চিকিৎসাকার্যের অযোগ্য; ইহারা একপক্ষ পক্ষীর ন্যায় স্বকার্যে অসমর্থ। যে সকল বৈদ্য স্নেহ, স্বেদ বস্তি প্রভৃতি কার্যে এবং যন্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারে অনভিজ্ঞ, তাহারা রাজারই দোষে মানুষ মারিয়া থাকে। যে বৈদ্য উভয়জ্ঞ সেই যুদ্ধে দ্বিচক্র রথের ন্যায় সকল কার্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ।

পূর্বোক্ত প্রকারে শাস্ত্রাভ্যাস ও কর্মাভ্যাস করিয়া রাজার অনুজ্ঞা লইয়া প্রাচীনকালের বৈদ্যগণ চিকিৎসাকার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। সুশ্রুত বলিয়াছেন,

অধিগততন্ত্রেণোপাসিততন্ত্রার্থেন দৃষ্ট কর্মণা কৃতযোগ্যেন শাস্ত্রং নিগদতা রাজানুজ্ঞাতেন··· বন্ধুভূতেন ভূতানাং সুসহায়বতা বৈদ্যেন বিশিখানুপ্রবেষ্টব্যা।

এস্থলে রাজানুমোদনের কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজানুমোদন না পাইলে সেকালে কেহই চিকিৎসা করিতে পাইতেন না। এইজন্য প্রবাদ আছে, 'কুবৈদ্যো নৃপদোষতঃ'। কুবৈদ্যগণ যে মনুষ্য বধ করেন, ইহা রাজারই দোষে।

আচার্য চক্রপাণি বলিয়াছেন,

নিষ্পন্নেন বৈদ্যেন প্রজাপালকে রাজ্ঞি আত্মা গুণতো দর্শনীয়ঃ, ততো রাজ্ঞা পরীক্ষ্য বৈদ্যঃ প্রজারক্ষার্থমনুমন্তব্যঃ, এষ ধর্মঃ। অনিষ্পন্নবৈদ্যগুণশ্চিকিৎসাং কুর্বাণো লোকাপকারকতয়া রাজ্ঞা শাসনীয়ঃ।

বিদ্যা ও কর্মাভ্যাস সমাপ্ত হইলে বৈদ্য প্রজাপালক রাজার নিকট নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া প্রজারক্ষার্থ চিকিৎসাকার্যের অনুমতি দান করিবেন। যে ব্যক্তি বৈদ্যগুণসমূহের অধিকারী নহে, সে চিকিৎসা করিলে লোকের অপকারকারী বলিয়া রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন।

ডল্লনাচার্যও ঠিক এই মর্মেই সুশ্রুতটীকায় লিখিয়াছেন,

রাজা হি প্রজাপালনতৎপরঃ, তৎপ্রমাদাৎ বৈদ্যপ্রতিরূপকাঃ রাষ্ট্রং চরন্তি কণ্টকভূতা লোকস্য, তস্মাদ্ রাজ্ঞা পরীক্ষ্য অনুজ্ঞাতেন বিশিখা অনুপ্রবেষ্টব্যা।

আয়ুর্বেদের সংগ্রহ-যুগ

খ্রীস্টজন্মের ২২৭ বৎসর পূর্বে গ্রীসদেশীয় সম্রাট অলিকসন্দর ভারত আক্রমণ করেন; তৎপরে সেলুকস নামক গ্রীক বীর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। কথিত আছে, তিনি ও তাঁহার প্রভু অলিকসন্দর উভয়েই ভারতীয় চিকিৎসানৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে সম্রাট অশোক সিংহাসন অধিকার করেন (২৭৩ খ্রী. পূ.)। উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধাচার্য কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া অশোক পরম ধর্মিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি মিশর গ্রীসাদি বহু দূরদেশে শ্রমণগণকে প্রেরণ করেন। চিকিৎসা বৌদ্ধগণের একটি ধর্মানুষ্ঠান। অতএব সে সময়ে আয়ুর্বেদ যে পরহিতব্রত শ্রমণগণ

কর্তৃক যবনাদি দেশে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অশোকের অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং মিশর গ্রীস, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে মানুষ এবং পশু উভয়েরই চিকিৎসার এবং তদুপযোগী ঔষধের জন্য লতাগুল্মাদি সংগ্রহ ও রোপণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অনন্তর মৌর্যবংশ হীনপরাক্রম হইলে গ্রীক জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে দেশে ঘোরতর বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল।

অতঃপর সুঙ্গবংশীয় রাজা পুষ্যমিত্রের আমলে (খ্রী. পূ. ১৮৫-৫১) কিছু দিনের জন্য দেশব্যাপী বিপ্লব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল। এই সময়ে ভগবান পতঞ্জলি বিশীর্ণপ্রায় অগ্নিবেশ-সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, এই পতঞ্জলিই চরক নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল।

শকজাতি কর্তৃক পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হইয়া ভারতীয় রাজগণ হীনবল হইলে কুষাণবংশীয় কনিষ্ক নামক মহাপ্রতাপ নরপতি হিমাচল হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্যন্ত ভারতের সমস্ত উত্তরপশ্চিমার্ধ জয় করেন। ইহার পর কিছুকাল দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই চরকসংহিতারও অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল এবং কাশ্মীরদেশীয় দৃঢ়বলাচার্য তাহার শেষাংশ পূরণ করেন।

ইহার কিছুকাল পরে বিক্রমাদিত্য শকদিগকে জয় করিয়া উজ্জয়িনী হইতে হিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন। এই সময় হইতে দীর্ঘকাল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাই আয়ুর্বেদের সংগ্রহকাল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তদ্বংশীয় নরপতিদিগের শাসনকালে রাজ্যবিপ্লব-বিশীর্ণ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান পুনরায় কথঞ্চিৎ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এই সময় কালিদাস প্রমুখ কবিগণ ও আর্যভট্ট প্রমুখ জ্যোতির্বিদগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পরে বাগভটাচার্য, বৃন্দ ও মাধব নামক আয়ুর্বেদগ্রন্থের সংগ্রহকারকগণ এবং জৈয়ট, গয়দাস, ভাস্কর, ব্রহ্মদেব প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে চরক-সুশ্রুতের টীকাকার ও সংগ্রহকার

চক্রপাণি বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং চক্রপাণি ভারতীয় আয়ুর্বেদ-বিদ্যার পুনরভ্যুদয়কালের শেষ সময়ের আচার্য। মালবের নানাশাস্ত্রবিদ্ ভোজনামক প্রসিদ্ধ রাজা ১০১৮ হইতে ১০৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত রাজমার্তণ্ড প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। অতঃপর তুর্কি মুসলমানদের আক্রমণে দেশের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে আয়ুর্বেদের জ্যোতিও স্বভাবতই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এই দুর্যোগের মধ্যেও বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, শার্ঙ্গধর প্রমুখ গ্রন্থকারগণ আয়ুর্বেদের গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন।

আকবর শাহের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) প্রসিদ্ধ সংগ্রহকার ভাবমিশ্র কান্যকুব্জে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাকে প্রাচীন আয়ুর্বেদ-জগতের শেষ মনীষী বলিয়া গণ্য করা যায়।

আর্যযুগের পরবর্তী সময় হইতে ভাবমিশ্রের সময় পর্যন্ত কালকে সংগ্রহকাল বলা যাইতে পারে। এই সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা অল্পাধিক খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাইত এবং সেই সকল গ্রন্থের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পুনর্যোজনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

আয়ুর্বেদের অবনতি

এই সংগ্রহকালে আয়ুর্বেদের অনেক অবনতি ঘটিলেও প্রতিসংস্কারক, সংগ্রহকারক এবং টীকাকারদিগের যত্নে ও চেষ্টায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। টীকাকারদিগের সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা সুলভ ছিল, সে-কথা বলা হইয়াছে। এইজন্য সংগ্রহকালের পরবর্তী কালকেই আমরা বিশেষ অবনতির কাল বলিয়া নির্দেশ করি।

এই অবনতিকালে প্রাচীন সংহিতা সকল দুর্লভ হইয়া পড়ে এবং যে সকল সংগ্রহ অবশিষ্ট থাকে সেগুলি বহু ভ্রমপ্রমাদের আকর হইয়া উঠে। অপিচ, সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠন হ্রাস পাওয়ায় আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যাও কম

হইতে থাকে। রাষ্ট্রবিপ্লব ও অভাববশতঃ বৈদ্যগণ স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে যে সকল চিকিৎসাগ্রন্থ পূর্বপুরুষগণের পরম আদরের ধন ছিল, তাঁহাদের সন্তানসন্ততির নিকট সেই সকল গ্রন্থ আবর্জনার মধ্যে পরিগণিত হয়।

ক্রমে অনুচিত ধর্মাভিমানবশতঃ চিকিৎসকগণ রোগীর মলমূত্র-পূয-রক্তাদিকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে বস্তিকর্ম (enemata) লোপ পায়, শস্ত্রচিকিৎসা ক্ষৌরকারদিগের বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় এবং প্রসূতি-বিদ্যা নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের হস্তে সমর্পিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাববশতই হউক অথবা পরবর্তীকালে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ হেতু দেশে ভীষণ বিপ্লব ঘটিবার ফলেই হউক, শবব্যবচ্ছেদপ্রথাও ক্রমশ লুপ্ত হইয়া যায়। মুসলমান রাজগণেরও এ বিষয়ে কোনো উৎসাহ ছিল না। ফলে শবব্যবচ্ছেদ একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ শারীরতত্ত্বে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়েন। এইরূপে শারীরজ্ঞানবর্জিত চিকিৎসকের সংখ্যার আধিক্যবশতঃ আয়ুর্বেদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

পূর্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে দেশে আরোগ্যশালা (হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তী সময়ে সেই সকল আরোগ্যশালা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থীর পক্ষে আরোগ্যশালায় কর্মাভ্যাস ব্যতীত চিকিৎসা-বিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শিতা জন্মে না। কোনো চিকিৎসকের নিকট থাকিয়া কর্মাভ্যাস করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সেই চিকিৎসকের আয়ত্ত বিদ্যা ব্যতীত আয়ুর্বেদের সকল অঙ্গের জ্ঞানলাভ করা যায় না। এই কারণেও ইদানীং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের জ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

আয়ুর্বেদের অবনতি কালে মুসলমান রাজাদের আদরাতিশয়ে যাবনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রসার ঘটে এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন কমিয়া যায়,—ফলে অনেকেই আয়ুর্বেদের পরিবর্তে রাজকীয় য়ুনানী চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। সেইজন্য উত্তরভারতে এখনও য়ুনানী চিকিৎসা বহুসমাদৃত।

এইরূপে ক্রমে গ্রন্থলোপ, ভিন্ন ভিন্ন অংশের অপ্রচার, পঞ্চকর্মাদির বিলোপ, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও আলোচনায় ন্যূনতা প্রভৃতি নানা কারণে দুই শত বৎসর পূর্বে আয়ুর্বেদ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

আয়ুর্বেদ প্রতিসংস্কারের প্রয়োজন

প্রাচীন কবিরাজেরা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আয়ুর্বেদ সনাতন আর্য বিজ্ঞান, ইহা ভ্রমপ্রমাদবর্জিত—ইহাতে যোগবিয়োগের কোনো আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু আর্য জ্ঞানবিজ্ঞানের কতটা অংশ আমরা পাইয়াছি? অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের এক-একটা অঙ্গ লইয়া কত শত সংহিতা বিরচিত হইয়াছিল—তাহার পরিচয় আট-নয় শত বৎসর পূর্বের টীকাকারগণের উদ্ধৃত অসংখ্য পাঠ হইতে পাওয়া যায়। অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি, খরনাদ, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণের সংহিতা-গ্রন্থগুলির মধ্যে আমরা কয়খানি গ্রন্থ পাইয়াছি? কেবল অগ্নিবেশ-সংহিতাখানি চরককর্তৃক প্রতিসংস্কৃত অর্থাৎ ভগ্নাবশেষ-সংস্কারের পর নূতন রচিত এবং দৃঢ়বল কর্তৃক বিলুপ্ত শেষাংশ পূরিত হইয়া আজ চরকসংহিতা রূপে বর্তমান। প্রাচীন বৃদ্ধ সুশ্রুত এখন বিলুপ্ত, তাহার সংক্ষিপ্তসার নাগার্জুন বা অন্য কাহারও দ্বারা প্রতিসংস্কৃত হইয়া এখন সুশ্রুত নামে প্রচলিত। উহার শারীরস্থান নানাবিধ প্রামাদিক পাঠে কণ্টকিত, এ-কথাও বার বার প্রমাণ করিয়াছি। ভেলসংহিতা এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু উহা জীর্ণশীর্ণ বিখণ্ডিত, উহার মধ্যে কিছু কিছু নূতন তত্ত্ব পাওয়া গেলেও উহার এখন আলোচনা নাই। এমন অবস্থাতেও বর্তমান চরক-সুশ্রুতে যে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পদ্ আছে—এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য। তথাপি উহাই আয়ুর্বেদের সর্বস্ব নহে। পরবর্তীকালে বাগ্ভটাচার্য অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গহৃদয় নামক গ্রন্থদ্বয়ে প্রাচীন আর্য জ্ঞানের সংগ্রহ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা এখন কয়জন কবিরাজ বিশেষজ্ঞ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করেন? শল্যতন্ত্রের প্রাচীন

গ্রন্থ—উপধেনব, ঔরভ্র, বৈতরণ, ভোজ, পুষ্কলাবত, গোপুররক্ষিত প্রভৃতি আর্ষসংহিতাগুলি এখন নামমাত্রে পর্যবসিত। নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য, গালব, বিদেহ, সাত্যকি, শৌনক প্রভৃতি প্রণীত শালাক্যতন্ত্রের সংহিতাগুলি এখন কোথায়। সকল সংহিতার নাম করিব না—যে নামগুলি সর্বদা স্মরণপথে আসে তাহাদেরই এখানে উল্লেখ করিলাম। আয়ুর্বেদের যে সকল গ্রন্থ এখন চিকিৎসকগণের প্রধান উপজীব্য, তাহাদের অধিকাংশই 'ঋষিপ্রণীত' নহে।

আয়ুর্বেদে বঙ্গদেশের দান

আয়ুর্বেদের ইতিহাসে বঙ্গদেশের কৃতিত্ব অল্প নহে। মাধবকর, চক্রপাণি, হরিশ্চন্দ্র, গদাধর, গয়দাস, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি বাংলার মনীষিগণের নামে আয়ুর্বেদ গৌরবান্বিত। নিদানসংগ্রহকার মাধব কর খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে এবং চক্রপাণি একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। চক্রপাণি-প্রণীত চরক ও সুশ্রুতের টীকা সর্বজনমান্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান-বিপ্লব আরম্ভ হইলেও, টীকাকার বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ পুনরুদ্দীপিত করিয়াছিলেন ও মাধব নিদানের টীকায় প্রচুর পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। এইরূপ অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকার অতীতকালে উত্তম গ্রন্থ লিখিয়া আয়ুর্বেদের অনেক উপকার করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্বেও সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র গঙ্গাধর চরকের জল্পকল্পতরু টীকায় নিজের অসামান্য প্রতিভা ও মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। কবিরাজ উমেশচন্দ্র গুপ্ত বৈদ্যকশব্দসিন্ধু নামক সুবৃহৎ কোষ লিখিয়া আয়ুর্বেদের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত বনৌষধিদর্পণ নামক বৃহৎ গ্রন্থে বিশেষ গবেষণাসমন্বিত জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন। চরকের সংক্ষিপ্ত টীকা উপস্কার লিখিয়া বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ সেন আয়ুর্বেদপাঠীর যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল পিষ্টপেষণে শক্তিক্ষয় না করিয়া আয়ুর্বেদের প্রত্যেক অঙ্গের পুষ্টিসাধনের জন্য এখন নবীন তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

আয়ুর্বেদের শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার সংস্কার

অতি প্রাচীনকালে শিষ্যোপনয়নীয় বিধিতে উপনীত হইয়া গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারী শিষ্য যখন গুরুর একান্ত অনুবর্তন করিয়া আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিতেন, তখন গুরুগণ যথেষ্ট জ্ঞানসম্পদের অধিকারী ছিলেন, তখন শবচ্ছেদাদিসমন্বিত শারীরশিক্ষার ও দ্রব্যপরিচয়, ও ঔষধ নির্মাণ, রোগবিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষা উচ্চ আদর্শেই হইত। তখন অর্থ লইয়া চিকিৎসা করিবার পদ্ধতি ছিল না বলিয়া গুরু অসংখ্য রোগীর পরীক্ষা ও চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইতেন। শিষ্যের শিক্ষার অবসর এবং সুযোগও তখন যথেষ্ট পরিমাণে হইত। সেই উচ্চ আদর্শ হইতে আমরা সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে বিচ্যুত হইয়াছি। তাহার পর গুরুগৃহে বাস করিয়া কাব্যব্যাকরণের মতো আয়ুর্বেদশিক্ষার প্রচলন হওয়ায় আয়ুর্বেদ ক্রমে ক্রমে অবনত হইয়াছে। তথাপি টোলপ্রথায় গুরুগৃহে বাস ও গুরুর সাহচর্য গুণে অবনতির যুগেও ছাত্রেরাও রোগীপরীক্ষা ঔষধপরিচয় ও ঔষধপ্রস্তুতি কার্য হইতে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিত। তার পর দেশের এমন অবস্থা আসিল যে, যাঁহারা গুরুগৃহে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সামান্য জ্ঞান লইয়া দুই-এক বৎসর পরেই দয়ালু গুরুর একটা প্রমাণপত্র এবং একটা সুবৃহৎ উপাধি লইয়া বা না-লইয়া কবিরাজ হইতে লাগিলেন। ইহার ফলে কবিরাজসমাজ আবর্জনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা একটু সংস্কৃতজ্ঞ হইতেন, তাঁহারা পণ্ডিত কবিরাজ বলিয়া সহজেই খ্যাতিলাভ করিতেন। আর, একটু তর্কশাস্ত্র বা সাংখ্যের জ্ঞান থকিলে তাঁহাদের গর্ব ও অভিমানের সীমা থাকিত না। গুরুগৃহে পাঁচ-ছয় বৎসর সম্যক্ শিক্ষালাভ করিয়া ভালো কবিরাজ যে না হইত এমন নহে কিন্তু এরূপ কবিরাজের সংখ্যা অতি বিরল। এই অবস্থার পরিণামে যাহা হওয়া উচিত, তাহাই এখন ঘটিয়াছে।

ভেষজবিজ্ঞানের আবশ্যকতা

প্রাচীনকালে ব্যবহৃত বহু রসায়ন ভেষজের এখন নিতান্ত অভাব ঘটিয়াছে। মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী—এই পরম রসায়ন অষ্টবর্গ সম্বন্ধে যথার্থ পরিচয় কবিরাজ মহাশয়েরা প্রায় সর্বাংশেই ভুলিয়াছেন। চরকোক্ত শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, ব্রহ্মসুবর্চলা, আদিত্যপর্ণী, পদ্মা, সোম প্রভৃতি ঔষধ নিশ্চয়ই ভারত হইতে বিলুপ্ত হয় নাই— কিন্তু ঐ সকল ভেষজ এখন আমাদের অপরিজ্ঞাত। রাস্না, তগর, পাটলা, ব্রাহ্মী প্রভৃতি নামে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার ভেষজ ব্যবহৃত হয়। সুপরিজ্ঞাত ভেষজসমূহের পরিচয়ও অনেক কবিরাজের অজ্ঞাত— বেনের কথাই ঋষিবাক্য প্রমাণ ধরিয়া তাহার প্রদত্ত ভেষজই বহুস্থলে অবাধে ব্যবহৃত হইতেছে। সোনামুখী, রেউচিনি, তোপচিনি, সালসা, গাঁজা, আফিং প্রভৃতি বিদেশাগত বহু ঔষধই গত তিন-চারি শত বৎসরের মধ্যে আয়ুর্বেদে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সিঙ্কোনা, ডিজিটেলিস্, অ্যাস্পিরিন প্রভৃতি ঔষধ প্রকাশ্যভাবে আয়ুর্বেদে গ্রহণ করিতে কবিরাজমহাশয়দের যথেষ্ট ভয় ও আপত্তি দেখা যায়। চরক বলেন, "তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে," "যাহা আরোগ্যপ্রদ তাহাই উপযুক্ত ঔষধ"। কিন্তু আয়ুর্বেদের বর্তমান অবস্থায় সেই নিয়ম মানিয়া কার্য করা কবিরাজ মহাশয়দের পক্ষে সুকঠিন। অতএব সন্দিগ্ধ-ভেষজ নির্ণয়, দ্রব্যপরিচয়, ভেষজসম্পদ্ বর্ধন প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিচার ও মীমাংসা করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন বর্তমানে উপস্থিত হইয়াছে।

আয়ুর্বেদের নবজাগরণ

আয়ুর্বেদের নবজাগরণের সূত্রপাত প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে মোগল সম্রাট আকবরের সময় হইয়াছিল। তখন কান্যকুব্জের আচার্য ভাবমিশ্র তৎকালপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদের নানাবিধ গ্রন্থ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়া আয়ুর্বেদের একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে শারীর বিষয়ে সামান্য ভুলভ্রান্তি থাকিলেও উহা

উত্তম চিকিৎসাকার্যোপযোগী গ্রন্থ হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থে তদানীং ভারতে নবানীত ফিরঙ্গরোগ বা সিফিলিস রোগের বর্ণনা এবং পারদাদির দ্বারা তাহার উত্তম চিকিৎসাবিধি সর্বপ্রথমে বর্ণিত হইয়াছিল। চিকিৎসাকার্যে উদারনীতি অবলম্বন করিয়া ভাবমিশ্র ঐ গ্রন্থে রেউচিনি, তোপচিনি প্রভৃতি অনেক য়ুনানী ঔষধ ও তাহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রায় এই সময়েই বাংলার রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, প্রয়োগামৃত, ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়।

ইহার পর আয়ুর্বেদের পুনরভ্যুদয়ের কাল ইংরেজি ১৮৩০ সাল হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময়ে স্থাপিত সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদের অধ্যাপক পণ্ডিতবর মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৫ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজে নিজহস্তে শবব্যবচ্ছেদ করিতে গিয়াছিলেন। আয়ুর্বেদের পুনরভ্যুদয়ের প্রথম মন্ত্র তিনিই উচ্চারণ করেন। সেই সময় হইতে শারীর জ্ঞানের আবশ্যকতা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে গত শতাব্দীর শেষভাগে মদীয় পিতামহ স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী সেন সেকালের মেডিকেল কলেজের গ্রাজুয়েট হইয়া এবং গভর্নমেণ্টের মিলিটারী সার্বিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার পর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও দূরদর্শিতার ফলে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম, স্বয়ং শারীরজ্ঞ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সেন, হরিচরণ রায়, পঞ্চানন রায়, কৈলাসচন্দ্র সেন প্রভৃতি গতযুগের সুপণ্ডিত কবিরাজগণ তাঁহাদের পুত্রগণকে আয়ুর্বেদ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই মেডিকেল কলেজে শারীরশিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপাতেই বর্তমান সময়ে এই যুগের শারীরজ্ঞ কবিরাজগণ আয়ুর্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদেরই কয়েক জনের অসামান্য আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে চারিটি আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয় ও সুবৃহৎ আরোগ্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। ঠিক এই সময়ের মধ্যেই বোম্বাইয়ে

ডাঃ পোপট্ প্রভুরাম প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদ কলেজ, মাদ্রাজে বৈদ্যরত্ন গোপালাচালু প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ আয়ুর্বেদ কলেজ, (যাহা এক্ষণে গভর্নমেণ্ট আয়ুর্বেদ কলেজের সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়াছে), দিল্লীতে আয়ুর্বেদ ও তিব্বি কলেজ, লাহোরে দয়ানন্দ আয়ুর্বেদ কলেজ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে দুইটি রাজকীয় আয়ুর্বেদ কলেজ এবং হরিদ্বারে ঋষিকুল আয়ুর্বেদ কলেজ ও গুরুকুল আয়ুর্বেদ কলেজ, কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ কলেজ, পাটনার গভর্নমেণ্ট আয়ুর্বেদ কলেজ এবং নানা-স্থানে ছোটো বড়ো আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষে নানস্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ-খানি আয়ুর্বেদীয় মাসিকপত্র নানা ভাষায় প্রচারিত হয়।

২

আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

প্রথমে আমরা আর্যযুগের সংহিতাগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। এই সকল সংহিতা অধুনা প্রায় পাওয়া যায় না। কিন্তু টীকাকারদিগের উদ্ধৃত পাঠ দ্বারা প্রমাণিত হয়[১] যে এই সকল গ্রন্থ টীকাকারদিগের সময়ে কয়েক শত বৎসর পূর্বেও, বর্তমান ছিল। সম্ভবতঃ ভারতব্যাপী অন্বেষণ হইলে এখনও অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। যে সকল বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের সংবাদ আমরা টীকাকারদিগের মুখে পাইয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

কায়চিকিৎসাতন্ত্র

১। অগ্নিবেশসংহিতা। মহর্ষি আত্রেয়ের শ্রেষ্ঠ শিষ্য অগ্নিবেশ এই সংহিতার প্রণেতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এক্ষণে যে গ্রন্থ

১ এই সকল পাঠ মদীয় "প্রত্যক্ষশারীর" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

চরকসংহিতা নামে পরিচিত তাহাই অগ্নিবেশসংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চরক উহার প্রতিসংস্কর্তা। কিন্তু বিজয়রক্ষিত শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি টীকাকারগণ অগ্নিবেশের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি বর্তমান কালের চরকসংহিতায় পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে চরকসংহিতা অগ্নিবেশসংহিতা নহে ; অথবা প্রতিসংস্কৃত হইয়া অগ্নিবেশ-সংহিতার এত রূপান্তর ঘটিয়াছে যে, মূল গ্রন্থের সহিত অনেকস্থলে পাঠের সামঞ্জস্য নাই। মূল অগ্নিবেশসংহিতা চরক ঋষির আবির্ভাবের পূর্বেই জীর্ণশীর্ণ হইয়াছিল, সেইজন্যই তখন তাহার প্রতিসংস্কার আবশ্যক হয়।

কেহ কেহ বলেন যে অঞ্জননিদান নামক গ্রন্থ অগ্নিবেশের রচিত। কিন্তু চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত প্রভৃতি কোনো টীকাকারই অঞ্জননিদান হইতে পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই এবং উহার ভাষাও ঠিক প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায় নহে। এইজন্য উহা অর্বাচীন কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্নিবেশ প্রণীত না হইলেও অঞ্জননিদানে এরূপ সংক্ষেপে এবং সুন্দররূপে রোগের নিদান লিখিত হইয়াছে যে, অল্পমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ।

২। ভেলসংহিতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় সংহিতা। বিজয়-রক্ষিত, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকার ভেল-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনো তাঞ্জোর নগরীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে খণ্ডিতাকারে বর্তমান আছে। প্রথমে উহার প্রতিলিপি ও পরে মূলগ্রন্থ দর্শনের সৌভাগ্য গ্রন্থকারের ঘটিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীকার বার্নেল নামক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে বাগ্‌ভট প্রধানতঃ ভেলসংহিতা অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই মতের সার্থকতা বুঝা কঠিন।

কেহ কেহ বলেন যে ভেলসংহিতা এবং ভালুকিসংহিতা একই গ্রন্থ ; কিন্তু সে মত সমীচীন নহে। ডল্লনাচার্য সুশ্রুতের টীকায় ভেল-ভালুকি উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভালুকিসংহিতা শল্যতন্ত্র গ্রন্থ।

৩। জতূকর্ণসংহিতা। আত্রেয় সম্প্রদায়ের আদৃত এই গ্রন্থ এক্ষণে নিতান্ত

দুর্লভ। চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় জতূকর্ণসংহিতা হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪।৫। পরাশরসংহিতা ও ক্ষারপাণিসংহিতা। কেবল বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত নহে, পরন্তু শিবদাসও এই গ্রন্থদ্বয় হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে শিবদাসের সময়েও উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুলভ ছিল।

৬। হারীতসংহিতা। চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত এবং শিবদাসের সময়েও এই গ্রন্থ সুলভ ছিল কিন্তু এক্ষণে দুর্লভ। হারীতসংহিতা বলিয়া অধুনা যে মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা মূল হারীতসংহিতা নহে। কারণ পূর্বোক্ত টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় হারীতসংহিতা হইতে যে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে অধিকাংশ পাঠই মুদ্রিত হারীতসংহিতায় পাওয়া যায় না। অধিকন্তু মুদ্রিত গ্রন্থ বহুস্থলেই লিপিকরপ্রমাদে পূর্ণ।

৭। খরনাদসংহিতা। বিজয়রক্ষিত, হেমাদ্রি, অরুণদত্ত প্রভৃতি টীকাকারগণ খরনাদ সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি খারনাদি নাম দিয়া যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা খরনাদের অথবা খরনাদের পুত্রের বা অপর কাহার, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

৮। বিশ্বামিত্রসংহিতা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। চরক ও সুশ্রুতের টীকায় চক্রপাণি বিশ্বামিত্রসংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকাতেও বিশ্বামিত্রসংহিতার বচন দেখা যায়।

৯। অত্রিসংহিতা। কাহারও মতে অত্রিসংহিতা অতি প্রাচীন, কাহারও মতে আধুনিক। প্রাচীনদিগের টীকায় অত্রি-সংহিতা হইতে উদ্ধৃত পাঠ দেখা যায় না বলিয়া উহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ হয়। পঞ্চনদে অত্রিসংহিতা নামে বৃহৎ পুস্তক আছে, এইরূপ শুনা যায়।

১০-১১। কপিলতন্ত্র ও গৌতমতন্ত্র[১]। এই উভয় সংহিতার পাঠ সুশ্রুতের টীকায় ও নিদানের টীকায় উদ্ধৃত দেখা যায়।

১. ঋষিপ্রণীত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থসমূহ তন্ত্র এবং সংহিতা উভয় নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্র নামে যাহা প্রসিদ্ধ তাহা স্বতন্ত্র।

শল্যতন্ত্র

১২-১৩। ঔপধেনবতন্ত্র ও ঔরভ্রতন্ত্র। এই তন্ত্র দুইখানির কেবল নাম মাত্র দেখা যায়। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ নিতান্ত বিরল। ডল্লন সুশ্রুতের ব্যাখ্যায় ঔপধেনব মত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। উহাদের সত্তা কেবল সুশ্রুতোক্ত পাঠ দ্বারাই অনুমিত হয়।

১৪। সৌশ্রুততন্ত্র বা বৃদ্ধ সুশ্রুত। বৃদ্ধ সুশ্রুত বর্তমান সুশ্রুত-সংহিতার মূলভূত। কেহ কেহ উভয় সুশ্রুতকে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত কোনো কোনো পাঠ প্রচলিত সুশ্রুতসংহিতায় দেখা যায় না। টীকাকার শিবদাসও বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যে, শিবদাসের সময়েও বৃদ্ধ সুশ্রুত সুলভ ছিল।

১৫। পৌষ্কলাবততন্ত্র। চক্রপাণি সুশ্রুতের টীকায় পৌষ্কলাবত তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৬। বৈতরণতন্ত্র। ডল্লন ও চক্রপাণি স্ব স্ব টীকায় বৈতরণতন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে সুশ্রুতে অনুক্ত বহু বিষয়ের পাঠ টীকাকারেরা এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয় যে, সুশ্রুত অপেক্ষা উক্ত তন্ত্র বৃহত্তর ছিল।

১৭। ভোজতন্ত্র বা ভোজসংহিতা। টীকাকারগণ ভোজতন্ত্র হইতে অনেক নূতন বিষয়ের প্রচুর পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেজন্য অনুমান হয় যে, ভোজতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় মহর্ষি ভোজ সুশ্রুতাদির সতীর্থ ছিলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইজন্য ভোজতন্ত্র ধারেশ্বর ভোজরাজের রচিত নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। ভোজরাজের রচিত রাজমার্তণ্ডাদি যে সকল সংগ্রহগ্রন্থ আছে, সেগুলি ভোজসংহিতার অনেক পরবর্তীকালে রচিত। ভোজরাজ অপেক্ষা ভোজমুনি বহু প্রাচীন, তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাকে বৃদ্ধ ভোজও বলিয়া থাকেন।

১৮। করবীর্যতন্ত্র। টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে কদাচিৎ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইজন্য টীকাকারদিগের সময়ে করবীর্যতন্ত্র বহুপ্রসিদ্ধ ছিল না বলিয়া প্রতীতি হয়।

১৯। গোপুররক্ষিততন্ত্র। এই তন্ত্র আছে শোনা যায় মাত্র, তদুদ্ধৃত পাঠ কোথাও দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন গোপুর ও রক্ষিত দুইজন ব্যক্তি এবং দুইজনের রচিত দুইখানি তন্ত্র ছিল।

২০। ভালুকিতন্ত্র। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভেলসংহিতা হইতে ভালুকিতন্ত্র স্বতন্ত্র। ডল্লন, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ ভালুকি তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণির উদ্ধৃত যন্ত্রশস্ত্রাদির লক্ষণসমন্বিত বচন দেখিয়া বোধ হয় যে, এই তন্ত্র শল্যতন্ত্রের একখানি প্রধান গ্রন্থ।

শালাক্যতন্ত্র

২১। বিদেহতন্ত্র। বিদেহাধিপতি নির্মিত এই তন্ত্র শালাকীদিগের প্রধান গ্রন্থ। ইহা বর্তমান সুশ্রুতগ্রন্থের শালাক্যতন্ত্রাংশের মূলভূত—এ কথা সুশ্রুতেই আছে। ডল্লন, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি টীকাকার এই তন্ত্র হইতে যথেষ্ট পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত জ্বর, অরোচক পাণ্ডু প্রভৃতি রোগেও বিদেহতন্ত্র হইতে কোনো কোনো পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় শালাক্যতন্ত্রপ্রধান হইলেও এই গ্রন্থ সুশ্রুতাদি গ্রন্থের ন্যায় সর্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে নিমি এবং বিদেহাধিপতি একই ব্যক্তি। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। কারণ ডল্লন ও শ্রীকণ্ঠদত্ত স্ব স্ব টীকায় নিমি ও বিদেহ উভয়েরই পাঠ একই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরকে "জনকো বৈদেহঃ" পাঠ থাকায় বুঝা যায় যে পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি জনক এই তন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।

২২। নিমিতন্ত্র। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীকণ্ঠ এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সময়েও বিদেহতন্ত্র সুলভ ছিল।

২৩। কাঙ্কায়নতন্ত্র। চরকে এবং ডল্লনের টীকায় কাঙ্কায়নের পরিচয়

পাওয়া যায়। কিন্তু এই তন্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ অদ্যাপি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

২৪-২৫। গার্গ্যতন্ত্র ও গালবতন্ত্র। ডল্লনের টীকায় শালাক্য-তন্ত্র প্রসঙ্গে গার্গ্য ও গালবতন্ত্রের উল্লেখ আছে মাত্র। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত কোনো পাঠের পরিচয় আমরা পাই নাই।

২৬। সাত্যকিতন্ত্র। ইহা প্রাচীন শালাক্যতন্ত্র। ডল্লন এবং শ্রীকণ্ঠদত্ত এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২৭। শৌনকতন্ত্র। ডল্লন ও চক্রপাণি শৌনকতন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরক এবং সুশ্রুতেও শৌনক-মতের উল্লেখ আছে। কিন্তু গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিষ্পত্তি বিষয়ে চরকোদ্ধৃত শৌনক-মতের সহিত সুশ্রুতোদ্ধৃত শৌনক-মতের স্পষ্ট বিরোধ দেখিয়া অনুমান হয় যে, চরকোক্ত শৌনক সুশ্রুতোক্ত শৌনক হইতে বিভিন্ন। সম্ভবতঃ এই বিরোধ পরিহারের জন্য চরক মদ্রশৌনক অর্থাৎ মদ্র দেশীয় শৌনক এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ডল্লনের টীকায়ও মদ্রশৌনকের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ডল্লন এবং চক্রপাণির উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে, শৌনকতন্ত্র কেবল শালাক্যতন্ত্র মাত্র ছিল না, পরন্তু শারীর ও ভেষজ কল্পনাদির বর্ণনাও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে অথর্ববেদের শৌনকসংহিতাকার শৌনকই শৌনকতন্ত্র-প্রণেতা। কিন্তু অথর্বসংহিতাকার অতি প্রাচীন, শৌনকতন্ত্রকার তদপেক্ষা নবীন। পূর্বে এক নামের অনেক আচার্য তন্ত্রকার ছিলেন; কেবল নামের সাদৃশ্য দেখিয়া পরস্পরের অভেদ নির্দেশ করা সংগত নহে।

২৮। করালতন্ত্র। এই তন্ত্রকার করালকে ডল্লন করালভট্ট আখ্যা দিয়াছেন। ইনি ঋষি ছিলেন কি না স্পষ্ট বুঝা যায় না, কারণ কোনো ঋষিরই ভট্ট পদবী দৃষ্ট হয় না। তথাপি ডল্লন শ্রীকণ্ঠাদির নির্দেশ দ্বারা জানা যায় যে এই তন্ত্রকারও বহু প্রাচীন কালের।

২৯। চক্ষুষ্যতন্ত্র। কেহ কেহ ইহাকে চক্ষুষ্যেণতন্ত্র সংজ্ঞাও দিয়া থাকেন। শ্রীকণ্ঠদত্তের টীকায় এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০। কৃষ্ণাত্রেয় তন্ত্র। কেহ কেহ বলেন, এই তন্ত্র পুনর্বসু আত্রেয় নির্মিত। কিন্তু তাহা সংগত নহে। শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণের উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে শালাক্যতন্ত্রকার কৃষ্ণাত্রেয় কায়তন্ত্রকার আত্রেয় হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

ভূতবিদ্যাতন্ত্র

আয়ুর্বেদের ভূতবিদ্যা নামক অঙ্গ পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূতবিদ্যাতন্ত্রের গ্রন্থ পাওয়া দূরে থাকুক, তন্ত্রের নাম পর্যন্ত টীকাকারেরাও উদ্ধৃত করেন নাই।

বর্তমানে আয়ুর্বেদে ভূতবিদ্যার বীজস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রসঙ্গ দেখা যায়।

১. সুশ্রুতে অমানুষপ্রতিষেধাধ্যায়—উত্তরতন্ত্র, ৬ অ.

২. চরকে উন্মাদচিকিৎসাধ্যায়—চিকিৎসাস্থান ৯ অ.

৩. বাগ্‌ভটে ভূতবিজ্ঞানীয় ও ভূতপ্রতিষেধ অধ্যায়—
উত্তরতন্ত্র, ৪।৫ অ.

সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটে ভূতবিদ্যা পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইলেও চরকে উহা উন্মাদাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সহস্র বর্ষের পূর্বতন ব্যাখ্যাকারগণও ভূতবিদ্যা-তন্ত্রের কোনো প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। এইজন্য অনুমান করা যায় যে, ভূতবিদ্যা বহুকাল পূর্ব হইতেই লোপ পাইয়াছে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অগ্নিপুরাণ ও গরুড়পুরাণাদিতে যথেষ্ট ভূতবিদ্যাপ্রসঙ্গ থাকায় মনে হয় যে পৌরাণিক যুগেও ভূতবিদ্যা বিলুপ্ত হয় নাই।

চরক যে ভূতাবেশকে শুধু উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, বাতোন্মাদ চিকিৎসা এবং ভূতাবেশ চিকিৎসা প্রায় একই বলিয়াছেন। আমাদের ধারণা, অতি প্রাচীনকালে মানসরোগাধিকারই ভূতবিদ্যা নামে

প্রসিদ্ধ ছিল। মানুষ উন্মাদাদি রোগে ভূতাবিষ্টের ন্যায় নানা প্রকার বিকৃত অমানুষিক আচরণ করে, অথচ অনেক স্থলেই উপযুক্ত ঔষধ তৈলাদি ব্যবহারে আরোগ্য হয়, ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেবগ্রহাদি সম্বন্ধে সুশ্রুত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "ন তে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি"— তাহারা মানুষের সহিত থাকে না বা মানুষের স্কন্ধে চাপে না। কিন্তু মানুষের স্কন্ধে ভূত চাপার এবং বলিহোমাদির কথাও বর্তমান সময়ের অনেক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে দেখা যায়। এইজন্য মনে হয়, শাস্ত্রের অবনতির সহিত অনেক কুসংস্কার এই ভূতবিদ্যায় প্রবেশ করিয়াছে। এই ধারণার জন্য আমরা ভূতবিদ্যাকে মানস রোগাধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিতে ইচ্ছুক।

কৌমারভৃত্যতন্ত্র

৩১।৩২।৩৩। জীবকতন্ত্র, পার্বতকতন্ত্র, ও বন্ধকতন্ত্র। কৌমারভৃত্যতন্ত্রেরও বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নে লিখিত হইল।

সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ব্যাখ্যায় ডল্লন জীবক, পার্বতক ও বন্ধক নামক কৌমারভৃত্যতন্ত্রকারদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের গ্রন্থ পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়।

জীবক প্রভৃতি তন্ত্রকার বৌদ্ধাচার্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তন্মধ্যে জীবক নামক বৌদ্ধভীষক জীবক "কোমারভচ্চ" (কৌমারভৃত্য ?) সংজ্ঞায় বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি ভিক্ষু আত্রেয়ের শিষ্য এবং বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধরাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন।

বৌদ্ধভিক্ষু আত্রেয়ই চরকোক্ত ভিক্ষু আত্রেয়, কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু চরকে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় প্রভৃতি ঋষির সহিত ভিক্ষু আত্রেয় হিমালয়সানুতে মিলিত হইয়াছিলেন, এইরূপ লিখিত আছে। ঐ সকল ঋষি বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্বকালীন। সুতরাং চরকোক্ত ভিক্ষু আত্রেয় ও বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্রেয় এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভব নহে।

চক্রপাণি সুশ্রুতের ভানুমতিটীকায় কৌমারভৃত্যতন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কাহার রচিত নির্ণয় করা যায় না।

৩৪। হিরণ্যাক্ষতন্ত্র। শ্রীকণ্ঠ দত্তের উদ্ধৃত পাঠ দেখিয়া ইহা কুমারতন্ত্র-প্রধান ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে দ্বাদশটি অধ্যায়ে কৌমারভৃত্যতন্ত্রপ্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য বোধ হয় যে, আয়ুর্বেদের এই অঙ্গ পূর্বকালে সুমহৎ ছিল, এক্ষণে নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, গর্ভিণীচর্যাদি বিষয় কৌমারভৃত্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা প্রাচীন বৈদ্যকে শারীরের অন্তর্ভুক্ত এবং মূঢ়গর্ভ (difficult labour) চিকিৎসা শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রসূতিতন্ত্র (midwifery) কৌমারভৃত্যতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু সুশ্রুতে যোনিব্যাপৎপ্রতিষেধ অধ্যায়ের শেষে "ইতি সুশ্রুতাচার্যবিরচিতে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উত্তরতন্ত্রে কৌমারভৃত্যং সমাপ্তম্" এইরূপ পাঠ আছে। সেইজন্য বোধ হয়, প্রাচীনকালে স্ত্রীরোগ কৌমারভৃত্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অগদতন্ত্র

যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম বিষের পরিজ্ঞান এবং চিকিৎসা অগদতন্ত্র নামে খ্যাত। এক্ষণে অগদতন্ত্র এবং তদ্‌বিষয়ক প্রাচীন সংহিতাগুলি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কেবল সুশ্রুতের কল্পস্থানে এবং চরকের চিকিৎসাস্থানের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অগদতন্ত্রমূলক প্রসঙ্গ আছে। আমরা অগদতন্ত্রবিষয়ক নিম্নলিখিত কয়েকখানি সংহিতার পরিচয় পাইয়াছি।

৩৫। কাশ্যপসংহিতা। মহাভারতে কথিত আছে যে কশ্যপ নামক ঋষি মহারাজ পরীক্ষিতের চিকিৎসার জন্য আসিতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তক্ষক কর্তৃক নিবারিত হয়েন। ডল্লন চক্রপাণি এবং শ্রীকণ্ঠ কাশ্যপতন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ কাশ্যপতন্ত্রকে কায়চিকিৎসাপ্রধান, অপরে

শল্যতন্ত্রপ্রধান বলিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতে কথিত সংবাদ, টীকাকারদিগের বিষচিকিৎসাসম্বন্ধীয় পাঠোদ্ধার এবং বৃদ্ধ বৈদ্যগণের প্রসিদ্ধি হেতু আমরা কাশ্যপসংহিতাকে অগদতন্ত্রপ্রধান বলিয়াই স্থির করিয়াছি।

৩৬। অলম্বায়নসংহিতা। শ্রীকণ্ঠ দত্ত বিষনিদানের টীকায় অলম্বায়নসংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩৭। উশনঃ সংহিতা। উশনঃ কৃত এই সংহিতা অগদতন্ত্রমূলক বলিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যদিগের নিকট পরিচয় পাওয়া যায়। উশনার পথ অনুসরণ করিয়া কৌটিল্য স্বকৃত অর্থশাস্ত্রে বিষাদির প্রতিকার এবং আশুমৃতের পরীক্ষা [১] সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই সংহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৮। সনকসংহিতা বা শৌনকসংহিতা। এই অগদতন্ত্রমূলক প্রাচীন গ্রন্থ পূর্বে যবনগণ কর্তৃক স্বভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, ইহা জার্মান পণ্ডিত মূলার কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় কৃত রসশাস্ত্রের ইতিহাসের (History of Hindu Chemistry) ভূমিকা পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ পাইবেন।

৩৯। লাট্যায়নসংহিতা। ডল্লন স্বীয় টীকায় লাট্যায়নসংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রসায়নতন্ত্র

জরাব্যাধি বিনাশের জন্য ঔষধ প্রয়োগ আয়ুর্বেদের রসায়নতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না। আয়ুর্বেদের আর্যযুগে এবং বৌদ্ধযুগে এই তন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে ঋষিগণ রসায়নের জন্য প্রায়

১ আশুমৃতক পরীক্ষার ইংরেজী নাম post mortem examination। অধুনা যাহা medical jurisprudence বলিয়া খ্যাত, তাহা বোধ হয় পূর্বে ব্যবহারায়ুর্বেদ নামে পরিচিত ছিল। এই সকল বিষয় উশনঃ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কণ্টকশোধন প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

বনৌষধি প্রয়োগেরই উপদেশ দিয়াছেন, লৌহাদি প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং রসতন্ত্র আয়ুর্বেদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। রসায়ন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের একটি প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে লৌহ, শিলাজতু, মাক্ষিক প্রভৃতির এবং চরকে পারদ লৌহাদি ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে আর্যযুগে লৌহাদির কিছু কিছু প্রয়োগ থাকিলেও বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে পারদাদি খনিজ পদার্থ বহুলরূপে ঔষধার্থে এবং রসায়নের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহা রসশাস্ত্র নামে পৃথক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ রসশাস্ত্র আয়ুর্বেদ হইতে পৃথক্ নহে। আর্য ও অনার্য ভেদে রসায়ন তন্ত্র দুই প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা রসায়ন তন্ত্রের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির পরিচয় পাইয়াছি।

৪০। সাধনতন্ত্র। টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি এই তন্ত্র হইতে লৌহপ্রয়োগবিধি স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪১।৪২।৪৩। ব্যাড়িতন্ত্র, বশিষ্ঠতন্ত্র ও মাণ্ডব্যতন্ত্র। এই তিন খানি অতি প্রাচীন তন্ত্র রসতান্ত্রিকদিগের আশ্রয়ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে লিখিত রসাচার্যগণের সূচীর মধ্যে ব্যাড়ি ও মাণ্ডব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাগার্জুনকৃত রসরত্নাকরে বশিষ্ঠ ও মাণ্ডব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৪৪। নাগার্জুনতন্ত্র। কেহ কেহ বলেন যে এই তন্ত্র নাগার্জুন নামক মুনির রচিত, অপরে বলেন ইহা সিদ্ধ নাগার্জুন নামক বৌদ্ধাচার্যের রচিত। চক্রপাণিকৃত সংগ্রহগ্রন্থে নাগার্জুন মুনির এবং পাটলিপুত্রের স্তম্ভে আচার্য নাগার্জুনের উল্লেখ আছে। পাটলিপুত্র বৌদ্ধগণের বিহারক্ষেত্র ছিল বলিয়া শেষোক্ত নাগার্জুনকে বৌদ্ধাচার্য বলিয়াই মনে হয়। নাগার্জুন নামধারী অনেক আয়ুর্বেদবিদ্ ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

কক্ষপুটতন্ত্র এবং আরোগ্যমঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্বয়ও নাগার্জুনের রচিত। বিজয় রক্ষিত নিদানের টীকায় আরোগ্যমঞ্জরী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

Acc No. 6548

বাজীকরণতন্ত্র

বাজীকরণতন্ত্রের প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিশেষ পরিচয় এক্ষণে পাওয়া যায় না। প্রাচীন টীকাকারগণ এতদ্‌বিষয়ক কোনো সংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া মনে হয় যে সহস্র বৎসর পূর্বেই বাজীকরণতন্ত্রের আর্ষসংহিতাগুলি লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বাজীকরণতন্ত্র দুই সহস্র বৎসর পূর্বে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ঔপনিষদিক অধিকারে নানাবিধ বাজীকরণ যোগের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়যুক্ত কামসূত্রের বর্ণনা করিয়াছিলেন। উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচশত অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। অনন্তর বভ্রুর পুত্র পাঞ্চাল উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সাত ভাগে বিভক্ত করেন। পরে দত্তক, চারায়ণ, সুবর্ণনাভ, ঘোটকমুখ, গোনর্দ, গোণিকাপুত্র এবং কুচুমার এই সাতজন সাতটি বিভাগ পৃথক্‌রূপে প্রচার করেন। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে পূর্বে কামসূত্রকার ঋষিদিগের প্রণীত ঔপনিষদিক নামক বিভাগ আয়ুর্বেদে বাজীকরণতন্ত্র নামে পৃথক্‌রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

৪৫। কুচুমারতন্ত্র। বাজীকরণ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে একখানি প্রধান গ্রন্থ। বাৎস্যায়নের কামসূত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই প্রাচীন বাজীকরণতন্ত্র এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু এবং বভ্রুর পুত্র পাঞ্চালের প্রণীত অতি বৃহৎ কামশাস্ত্রের ঔপনিষদিক অধিকারদ্বয়ও দুইটি পুরাতন বাজীকরণতন্ত্র ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও চাণক্য বা আচার্য কৌটিল্যই বাৎস্যায়ন, অপরে ইঁহাকে মুনি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যে মতই গ্রহণ করা যাউক, বাৎস্যায়ন দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন-কালের। সুতরাং বাৎস্যায়ন কথিত ঔদ্দালকি, বাভ্রব্য এবং কুচুমার কৃত তন্ত্র যে আরও প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

COOCH BEHAR

বাজীকরণতন্ত্রের লুপ্তাবশেষ এক্ষণে চরকের চিকিৎসাস্থানে দ্বিতীয়াধ্যায়ে এবং সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানে ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত নিম্নলিখিত দুইখানি গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

১। অগস্ত্যসংহিতা। মহর্ষি অগস্ত্য ইহার প্রণেতা বলিয়া কথিত। বঙ্গসেন বলেন, এই গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি তাঁহার সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন।

২। কৌপালিক তন্ত্র। ইহা কৌপালিকের রচিত শল্যতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ।

অশ্ব, গজ ও গো-চিকিৎসা

অশ্ব, গজ ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন সংহিতা ছিল। তন্মধ্যে তিনখানির পরিচয় লিখিত হইতেছে।

১। শালিহোত্রসংহিতা। ইহা অশ্বচিকিৎসার গ্রন্থ এবং এক্ষণে দুর্লভ হইলেও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বে আরবেরা এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া শালাটোর নাম দিয়াছিলেন। এই সংহিতা অবলম্বনে লিখিত নকুলকৃত এবং জয়দত্ত-সূরিকৃত অশ্ববৈদ্যক এক্ষণে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

২। পালকাপ্যসংহিতা। ইহা হস্তিচিকিৎসা বিষয়ক সুমহান গ্রন্থ। ইহা পুণ্যপত্তনের আনন্দাশ্রমের অধ্যক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। পালকাপ্যমুনি অঙ্গাধিপ রোমপাদ নৃপতিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।

৩। গোতমসংহিতা। ইহা গো-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে দুর্লভ হইয়াছে।

বৃক্ষায়ুর্বেদ সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ এখন কিছুই পাওয়া যায় না। শার্ঙ্গধর কৃত সংগ্রহের উপবনবিনোদ নামক অংশ বৃক্ষায়ুর্বেদ বিষয়ক। তদ্‌ব্যতীত অগ্নিপুরাণ, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্বেদের অতি অসম্পূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মূল সংহিতার পরে আর কোনো নূতন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কেহ প্রাচীন সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছেন, কেহ বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঞ্চয়ন করিয়া

বিবিধ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধযুগে অনেক নূতন রসগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অতঃপর, প্রথমে বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের পরিচয় প্রতিসংস্কারক, সংগ্রহকার ও টীকাকার, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিত হইল। পরে সংহিতাগ্রন্থ, সংগ্রহগ্রন্থ, রসগ্রন্থ, নিঘণ্টু গ্রন্থ ও বিবিধ সংগ্রহ, এই পাঁচভাগে গ্রন্থপরিচয় প্রদত্ত হইল। অপ্রধান গ্রন্থকারদিগের কথা গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইল।

প্রতিসংস্কারকগণ

চরক। ইনি অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কারক। প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ সংহিতার বা চরকসংহিতার যে মূল অগ্নিবেশ সংহিতার সহিত অনেক পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চরক কে, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। পাণিনির "কঠচরকাল্লুক্" সূত্র দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, চরক পাণিনির পূর্ব্বতন। কিন্তু এই মত বিচারসহ নহে। কারণ পাণিনির কথিত কঠ ও চরক যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষের প্রবক্তা দুইজন ঋষি। সেই চরক শুধু প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের কেন, আত্রেয় অগ্নিবেশাদিরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

কেহ কেহ বলেন যে, চরক কাশ্মীরদেশীয় কনিষ্ক রাজার চিকিৎসক ছিলেন। এই মতের মূল ত্রিপিটকাখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু এই চরকই যে বর্ত্তমান চরকসংহিতার লেখক তাহা বোধ হয় না; কেননা তাহা হইলে কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী নামক ইতিহাসে অবশ্যই কনিষ্ক প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের নাম উল্লিখিত হইত।

আমাদের মতে পতঞ্জলিই চরকসংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক মুনি। বিজ্ঞানভিক্ষু, ভোজরাজ, নাগেশভট্ট, রামভদ্র দীক্ষিত, ভাবমিশ্র প্রভৃতি

লেখকগণের গ্রন্থলিখিত বচন দ্বারাও এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] পতঞ্জলি কেবল অগ্নিবেশসংহিতার প্রতিসংস্কর্তা নহেন, রসশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার কথিত অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, পতঞ্জলি মনুষ্যের মনের দোষ দূর করিবার জন্য পাতঞ্জল দর্শন, ব্যাক্যের দোষ নিবারণার্থ বৈয়াকরণ মহাভাষ্য এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্য চরকসংহিতা প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

দৃঢ়বল। কালে চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশসংহিতার বা চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পুনঃপ্রতিসংস্কার করেন। দৃঢ়বল কাশ্মীরে কি পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে উভয় প্রকার মতই প্রচলিত আছে। প্রথমটি ডাক্তার হর্নলির মত ও দ্বিতীয়টি সাধারণ মত। দৃঢ়বল-সংস্কৃত চরকের অনেক পাঠ বাগ্‌ভট স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, দৃঢ়বল বাগ্‌ভটের পূর্বে এবং পতঞ্জলির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্তমান চরকসংহিতার ঠিক কোন্ কোন্ অংশ চরকের লেখা সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বাগ্‌ভটের পরবর্তী কোনো কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও চরকসংহিতায় পাঠ যোজনা করিয়াছেন, এরূপ মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

নাগার্জুন। লভ্যমান সুশ্রুতসংহিতার প্রতিসংস্কর্তা কে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় নাগার্জুনকেই সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার লেখার ভাবে[২] বোধ হয়, নাগার্জুন ভিন্ন অপর প্রতিসংস্কর্তারও পূর্বে প্রসিদ্ধি ছিল।

নাগার্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও এই নাগার্জুন কে, তাহা স্থির করা দুরূহ। প্রাচীন ইতিহাসে নাগার্জুন নামে প্রসিদ্ধ অনেক

[১] এই প্রসঙ্গে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তাহার প্রমাণাদি মদীয় প্রত্যক্ষশারীর গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে সে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না।

[২] "প্রতিসংস্কর্তাপীহ নাগার্জুন এব"—ডল্লন কৃত সুশ্রুতটীকা।

ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লোহশাস্ত্রপ্রবক্তা রসতন্ত্রাচার্য একজন নাগার্জুন ছিলেন। ইনি কক্ষপুটতন্ত্র ও রসরত্নাকর[১] প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং সিদ্ধ নাগার্জুন নামে প্রসিদ্ধ। নেপাল রাজ্যের প্রান্তভাগে তাঁহার আশ্রম ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই নাগার্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা হইলে পারদের জরাব্যাধিনাশকতা গুণ বোধ হয় সুশ্রুতে উল্লিখিত হইত। কিন্তু সেরূপ কোনো উল্লেখ নাই বলিয়া সিদ্ধ নাগার্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।

নাগার্জুন নামক বৌদ্ধ নরপতি সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া কোনোরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাধ্যমিকসূত্রাদিকার নাগার্জুন নামক অপর বৌদ্ধাচার্যকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা বলিবার হেতুও কোনো বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং বৌদ্ধ নাগার্জুন যে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা, ইহা প্রতিপন্ন করা কঠিন। তবে সুশ্রুতের মধ্যে সুভূতি গৌতমের উল্লেখ প্রভৃতি দুই-একটি এমন কথা আছে যাহাতে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার যে বৌদ্ধযুগে হইয়াছিল, একথা বলা অসংগত হয় না।

বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ প্রতিসংস্কার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে হইয়াছিল বলিতে হইবে; কারণ, নাগার্জুন নামক প্রধান বৌদ্ধাচার্য দুই সহস্র বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা সর্ববাদিসম্মত। পক্ষান্তরে চরকোক্ত ক্ষয়জ কাস প্রভৃতির পাঠ সুশ্রুত-সংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া বুঝা যায় যে, সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা চরকের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

সংগ্রহকারগণ

বাগভট। ইনি প্রথমে অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বা বৃদ্ধ বাগ্‌ভট এবং পরে অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাগ্‌ভট রচনা করিয়াছিলেন। ইৎসিং নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক তাঁহার রচিত গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদসংগ্রহকার নবীন আচার্য বলিয়া বাগ্‌ভটকে

১ রসরত্নাকর নামে নিত্যনাথকৃত আর একখানি রসগ্রন্থ আছে।

নির্দেশ করিয়াছেন ইৎসিং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হয় বাগ্‌ভট ঐ সময়ের কিছু পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগ্‌ভট সিন্ধুদেশের অধিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলেন যে অষ্টাঙ্গসংগ্রহকার বাগ্‌ভট এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগভট পৃথক্ ব্যক্তি। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভিত্তিহীন; কারণ উভয় গ্রন্থের ভাষা একরূপ, কুত্রাপি মতভেদ নাই এবং উভয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের পিতার নাম পর্যন্ত এক।

সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে বাগ্‌ভটের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই।

রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট সংগ্রহকার বাগ্‌ভট হইতে পৃথক্ ব্যক্তি এবং বহুপরবর্তী। কারণ, বিস্তৃত অষ্টাঙ্গসংগ্রহে রসতন্ত্রোক্ত বিষয়ের নামগন্ধও নাই। এতদ্‌ব্যতীত সোমদেব, গোবিন্দ প্রভৃতি পরবর্তী কালের গ্রন্থকারদিগের বচন রসরত্নসমুচ্চয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাধব কর। মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ রুগ্বিনিশ্চয় গ্রন্থের রচয়িতা মাধব কর বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে রাশি রাশি বাগভটের বচন উদ্ধৃত করায় বুঝা যায় যে, মাধব কর বাগ্‌ভটের পরবর্তী। আবার বৃন্দ ও চক্রপাণি স্ব স্ব গ্রন্থে মাধবের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাঁহার লিখিত ক্রম অনুসারে চিকিৎসা লিখিয়াছেন; সুতরাং মাধব বৃন্দ ও চক্রপাণির পূর্ববর্তী। অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের প্রসিদ্ধ সম্রাট হরুন উল রসীদের রাজত্বকালে মাধবনিদান পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে মাধব কর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিদান ব্যতীত মাধব কর রত্নমালা নামক দ্রব্যগুণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ডল্লনের কথিত সুশ্রুতের টিপ্পনীকার শ্রীমাধব মাধব কর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কারণ শ্রীমাধব কুত্রাপি মাধব কর নামে অভিহিত হয়েন নাই।

দেবভাষ্যকার মাধবাচার্য নিদানকার মাধব কর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ তিনিও কুত্রাপি মাধব কর বলিয়া উল্লিখিত হয়েন নাই। অপিচ, মাধবাচার্য মাধব করের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে দক্ষিণাপথে বিজয়নগর রাজ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

সোঢ়ল। ইনি গদনিগ্রহ ও সোঢ়লনিঘণ্টু নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহ সম্পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আয়ুর্বেদমার্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য কর্তৃক বোম্বাই হইতে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সোঢ়লনিঘণ্টু নামক গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সোঢ়ল গুর্জরদেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ভেল, হারীত, কৃষ্ণাত্রেয়, অগ্নিবেশ, বৈদেহ প্রভৃতির অনেক পাঠ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবনিদানের সহিত ইঁহার গ্রন্থের অনেক পাঠের সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ ইনি মাধব করের কিছু পূর্বে বা পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগ্‌ভট হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া ইনি যে বাগভটের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৃন্দ। সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহকার বৃন্দ মাধবের পরে এবং চক্রপাণির পূর্বে—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃন্দকৃত সংগ্রহ অবলম্বন করিয়াই চক্রপাণি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

চক্রপাণি। চক্রপাণি ডল্লনের সমকালীন বা সমীপকালীন। ইঁহার পিতা গৌড়াধিপ নরপালদেবের চিকিৎসক ছিলেন। চক্রপাণি চরক ও সুশ্রুতের টীকা, চক্রদত্ত নামে প্রসিদ্ধ চিকিৎসাসংগ্রহ এবং দ্রব্যগুণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে নরপালদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব চক্রপাণির সময় একাদশ শতাব্দী বলিয়া স্থির করা যায়।

শার্ঙ্গধর। ইনি শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, শার্ঙ্গধরসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, কবি ও আয়ুর্বেদসংগ্রহকার। শার্ঙ্গধরপদ্ধতির প্রস্তাবনায় জানা যায় যে ইনি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গসেন। ইহার রচিত চিকিৎসাসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ বঙ্গসেন নামেই পরিচিত। বঙ্গসেন বলিয়াছেন, লুপ্তপ্রায় অগস্ত্যসংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়া তিনি বঙ্গসেন নামক এই গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গসেন শার্ঙ্গধরের পরে এবং ভাবমিশ্রের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, নাম দেখিয়াও সেইরূপ অনুমান হয়।

ভাবমিশ্র। ভাবমিশ্র স্বকৃত সংগ্রহে শার্ঙ্গধর ও বঙ্গসেনের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ রোগের এবং অনেক যাবনিক দ্রব্যের উল্লেখ আছে। ফিরঙ্গ রোগ প্রথমে পোর্টুগিজদের দ্বারা ভারতীয় পণ্যাঙ্গনাগণের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। পোর্টুগিজগণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করে। এই হেতু অনুমান হয় যে ভাবমিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

টীকাকারগণ

ডল্লন। সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য আপনাকে সহনপালদেব নামক রাজার বল্লভ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পালদেব নামযুক্ত নরপতিগণ খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মগধ, গৌড় ও অন্যান্য দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডল্লন চক্রপাণি উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারও নাম করেন নাই—এজন্য উভয়েই প্রায় সমান সময়ের বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে ডল্লন ও খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চক্রপাণি। চিকিৎসাসংগ্রহকার চক্রপাণি সুশ্রুতের ভানুমতী এবং চরকের আয়ুর্বেদদীপিকা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার বিষয় 'সংগ্রহকার' প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

অরুণ দত্ত। বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার অরুণ দত্ত সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত ছিলেন।

বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত। মাধবনিদানের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজয় রক্ষিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আতঙ্কদর্পণ নামক নিদানটীকাকারও এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত গুণাকর প্রণীত যোগরত্নমালা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে তিনি গুণাকরের পরবর্তী। গুণাকর ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠ দত্ত বিজয় রক্ষিতের শিষ্য। তিনি গুরুর আদেশে প্রমেহ-নিদান হইতে মাধব নিদানের অবশিষ্টাংশের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

শিবদাস। চরকসংহিতা ও চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস গৌড়রাজের চিকিৎসকের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চরকের অন্যান্য টীকাকার। ঈশান দেব, হরিশ্চন্দ্র, বাপ্যচন্দ্র, বকুল, ভামদত্ত, ঈশ্বর সেন, নরদত্ত, জিনদাস, জৈয়ট বা জেজ্জড ও গুণাকর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের টীকা এখন দুর্লভ।

মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজমুকুটমণি গঙ্গাধরও চরকের জল্পকল্পতরু টীকা এবং কয়েকখানি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুশ্রুতের অন্যান্য টীকাকার। জৈয়ট বা জৈজ্জড, কার্তিক, গোমী, গদাধর ও গয়ী বা গয়দাস প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্‌ব্যতীত ভাস্কর সুশ্রুতের পঞ্জিকা এবং মাধব, ব্রহ্মদেব ও সোম টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

বাগ্‌ভটের অন্যান্য টীকাকার। অরুণ দত্ত ব্যতীত চন্দ্রনন্দন ও হিমাদ্রি অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দুপ্রণীত অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টীকা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে। হেমাদ্রিকৃত টীকার কিয়দংশ গ্রন্থকারের নিকট বর্তমান।

সংহিতা গ্রন্থ

চরকসংহিতা। এই কায়চিকিৎসাপ্রধান প্রামাণিক সংহিতা সমস্ত কায়-চিকিৎসাতন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি আত্রেয় ইহার বক্তা এবং অগ্নিবেশ শ্রোতা। অগ্নিবেশ ইহা গ্রন্থাকারে প্রচার করেন বলিয়া এই গ্রন্থ অগ্নিবেশ-সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত, এই ছয় জন শিষ্যকে আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে সমান ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষবশতঃ অগ্নিবেশ প্রথমেই গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেই গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ হয়।

কালে মূল অগ্নিবেশসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে চরক ঋষি উহার প্রতিসংস্কার করেন। এইজন্য উহা চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তী কালে চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পূরণ করেন। কল্পস্থান, সিদ্ধিস্থান এবং চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় দৃঢ়বল কর্তৃক লিখিত বলিয়া চরকে উক্ত হইয়াছে। চক্রপাণি-রচিত আয়ুর্বেদদীপিকা নাম্নী চরক-টীকার সূত্রস্থানাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র টীকা বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গভূমিভূষণ গঙ্গাধর কবিরাজ রচিত জল্পকল্পতরু নাম্নী সমগ্র টীকা মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে উহাও সুলভ নহে।

ভেল বা ভেড় সংহিতা। এই কায়চিকিৎসাপ্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ আত্রেয়ের অন্যতম শিষ্য ভেল কর্তৃক রচিত। ভেলসংহিতা পূর্বে দক্ষিণাপথে সুপ্রচলিত ছিল। এক্ষণে উহা তাঞ্জোরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে খণ্ডিতাকারে বর্তমান আছে।

হারীতসংহিতা। এই কায়চিকিৎসাপ্রধান গ্রন্থ আত্রেয়শিষ্য হারীত কর্তৃক রচিত। বর্তমানে হারীত-সংহিতা নামে যাহা প্রচলিত, তাহা মূল হারীত-সংহিতা নহে। বর্তমান হারীতসংহিতার রচনা দেখিয়া বোধ হয়, উহাতে কোনো অজ্ঞাতনামা অল্পবিদ্য ব্যক্তির রচনা যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত আছে।

সুশ্রুতসংহিতা। এই শল্যতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ বর্তমানে যে সকল শল্যতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের বিষয় কাশীরাজ দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ ধন্বন্তরি কর্তৃক শিষ্য সুশ্রুতাদিকে উপদিষ্ট হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বলিয়া ইহা সুশ্রুতসংহিতা নামে খ্যাত হইয়াছে। পরবর্তী কালে সুশ্রুতের অঙ্গহানি ঘটিলে নাগার্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য উহার প্রতিসংস্কার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সুশ্রুত-সংহিতা সূত্রস্থান, নিদানস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং উত্তরতন্ত্র—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। নিদানস্থানে প্রধানত শস্ত্রসাধ্য (surgical) ব্যাধিসমূহের নিদান এবং চিকিৎসাস্থানে ঐ সকল রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। কল্পস্থান ও উত্তরতন্ত্রে অন্যান্য সাতটি তন্ত্রের বিষয়ীভূত রোগসমূহের নিদান ও চিকিৎসাদি বর্ণিত হইয়াছে। স্বস্থবৃত্ত (hygiene) এবং পঞ্চকর্ম বিষয়ক উপদেশও উত্তরতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরতন্ত্রে বিদেহ প্রভৃতি গ্রন্থকারের মত, এমন কি, চরকের পাঠ পর্যন্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইজন্য এই অংশ অপরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ মূলসংহিতা হইলে বোধ হয় এরূপে বিদেহ প্রভৃতির মত ও পাঠ উদ্ধৃত হইত না।

অধুনা যাহা সুশ্রুতসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ তাহা মূল সুশ্রুতসংহিতা নহে, উহা নাগার্জুন কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য টীকাকারগণ মূল সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত বচন বৃদ্ধ সুশ্রুতের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সুশ্রুতের ডল্লন-কৃত নিবন্ধসংগ্রহ নাম্নী সমগ্র টীকা এবং চক্রপাণি কৃত ভানুমতীটীকার সূত্রস্থানাংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

সংগ্রহগ্রন্থ

সংগ্রহগ্রন্থ বলিতে আয়ুর্বেদের সমগ্র অংশের সংগ্রহ এবং আংশিক সংগ্রহ উভয়ই বুঝায়। আমরা এই পর্যায়ে কেবল সম্পূর্ণ সংগ্রহেরই পরিচয় প্রদান

করিব, আংশিক সংগ্রহগ্রন্থের নামাদি "বিবিধ সংগ্রহ" তালিকার মধ্যে লিখিত হইল।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ বা বৃদ্ধ বাগ্‌ভট। ইহা বাগ্‌ভট-কৃত উৎকৃষ্ট এবং সুবৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও উত্তরস্থান—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। আয়ুর্বেদের আটটি তন্ত্রোক্ত চিকিৎসার সকল বিষয়ই ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং গদ্যময়। এই গ্রন্থ এক্ষণে বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাগ্‌ভট। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ রচনার পরে বাগ্‌ভট ইহা রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গসংগ্রহ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাগ্‌ভট এই নাতিসংক্ষেপবিস্তর গ্রন্থ স্মরণধারণসুখকর পদ্যে রচনা করেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অপেক্ষা অষ্টাঙ্গহৃদয়ের ভাষা কঠিন। দক্ষিণাপথে ও উত্তরপশ্চিম-ভারতে এই গ্রন্থেরই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অধিক প্রচলিত। অষ্টাঙ্গহৃদয়কে সংহিতাও বলা হইয়া থাকে।

শার্ঙ্গধরসংগ্রহ। ইহা শার্ঙ্গধর কর্তৃক রচিত নাতিবিস্তৃত সংগ্রহগ্রন্থ। ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল, বিষয়বিভাগ রমণীয় ও বিশিষ্টপ্রকার। শার্ঙ্গধর-প্রণীত শার্ঙ্গধরপদ্ধতি নামক সাহিত্যসংগ্রহ ও বৃক্ষায়ুর্বেদ (উপবনবিনোদ) মুদ্রিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধরসংগ্রহেরও প্রচার উত্তরপশ্চিম-ভারতে অধিকতর দেখা যায়।

গদনিগ্রহ। এই বৃহৎ গ্রন্থ সোঢ়ল কর্তৃক রচিত। ইহাতে প্রথমে প্রয়োগখণ্ডে ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরিভাষা ও ঔষধ সংগ্রহ লিখিয়া পরে কায়তন্ত্র, শল্যতন্ত্র প্রভৃতি আটটি তন্ত্রের উপদেশ স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইয়াছে। গদনিগ্রহে অনেক প্রাচীন সংহিতার বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধবনিদানের অনেক পাঠের সহিত এই গ্রন্থের পাঠের সাদৃশ্য আছে; কিন্তু মাধবনিদানই প্রথম নিদানসংগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইজন্য গদনিগ্রহ মাধবনিদানের কিছু পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

বঙ্গসেন বা চিকিৎসাসংগ্রহ। এই বৃহৎ গ্রন্থ বঙ্গসেন কর্তৃক রচিত এবং বঙ্গসেন নামেই সুপ্রসিদ্ধ। অগস্ত্যসংহিতা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থসমাপ্তিতে গ্রন্থকার নিজেই এরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা বা বিভাগপ্রণালী সংহিতাগ্রন্থের অনুরূপ নহে। সুতরাং অগস্ত্যসংহিতার অনেক উপদেশ ইহাতে থাকিলেও এই গ্রন্থ অগস্ত্যসংহিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়।

যোগরত্নাকর। ইহা কোনো অজ্ঞাতনামা সুবিজ্ঞ বৈদ্য রচিত বৃহৎ সংগ্রহ-গ্রন্থ। দক্ষিণাপথে এই গ্রন্থ সুপ্রচলিত এবং বিশেষরূপ আদৃত। এই গ্রন্থে লিখিত জারণ-মারণপদ্ধতি ও ঔষধাবলী অতি উত্তম, এইজন্য ইহা সর্বত্র সমাদৃত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রকাশ। ভাবমিশ্র রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। এই গ্রন্থ য়ুরোপীয়দিগের ভারতবর্ষে আগমনের পরে রচিত বলিয়া ফিরঙ্গ (syphilis) রোগের নিদান ও চিকিৎসাদি ইহাতে লিখিত হইয়াছে। অহিফেন, তোপচিনি প্রভৃতি কতক-গুলি ঔষধের প্রয়োগ সংহিতা এবং প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে নাই, কিন্তু ভাবপ্রকাশে আছে। য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্রেরও দুই-একটি ঔষধ ভাবপ্রকাশে দেখা যায়।

রসগ্রন্থ

রসরত্নাকর (১)। নাগার্জুন রচিত অমুদ্রিত গ্রন্থ। এই নাগার্জুন যে সুশ্রুত-প্রতিসংস্কর্তা নাগার্জুন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

রসরত্নাকর (২)। নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত পঞ্চখণ্ডাত্মক সুবৃহৎ রসগ্রন্থ। পঞ্চ খণ্ড যথা, রসখণ্ড, রসেন্দ্রখণ্ড, বাদখণ্ড, রসায়নখণ্ড এবং মন্ত্রখণ্ড। তন্মধ্যে রসখণ্ড ও রসেন্দ্রখণ্ড কলিকাতায় এবং রসায়নখণ্ড সহ উক্ত দুই খণ্ড বোম্বাই নগরে আয়ুর্বেদগ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে। রসরত্নাকর-প্রণেতা নিত্যনাথ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রসরত্নসমুচ্চয়। বাগ্‌ভট প্রণীত প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ। বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে রসতন্ত্র বিষয়ক প্রায় সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এই বাগ্‌ভট যে অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট হইতে ভিন্ন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আয়ুর্বেদপ্রকাশ। শ্রীমাধব কৃত রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীমাধব মাধবকর এবং সায়ন মাধব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শ্রীমাধব রসতন্ত্রকার আদিনাথ, নিত্যনাথ প্রভৃতি যোগী চিকিৎসকদিগের পরবর্তী, কিন্তু অন্যান্য রসতন্ত্র-সংগ্রহকারদিগের পূর্ববর্তী। আয়ুর্বেদপ্রকাশে রসের এবং অন্যান্য খনিজ ভেষজের সংস্কার, শোধন ও জারণাদি অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রচূড়ামণি। সোমদেবকৃত প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার পরিভাষা প্রকরণ অতি প্রামাণিক বলিয়া রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

রসহৃদয়তন্ত্র। শংকরাচার্যের গুরু ভিক্ষু গোবিন্দ ভাগবত পদাচার্য বিরচিত। এই উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ এক্ষণে বোম্বাই আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালায় চতুর্ভুজ প্রণীত টীকাসহ মুদ্রিত হইয়াছে। রসসংস্কারাদি বিষয় এই গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

রসার্ণবতন্ত্র। লেখকের নাম অজ্ঞাত। প্রাচীন রসগ্রন্থ।

রসেন্দ্রকল্পদ্রুম। নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্ট বিরচিত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসেন্দ্রচিন্তামণি। এই সুবৃহৎ ও প্রামাণিক প্রাচীন রসগ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রসার সংগ্রহ। গোপালকৃষ্ণ প্রণীত এই সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত। অন্য দেশে ইহার প্রচার নাই। ইহাতে ধাত্বাদির জারণ-মারণ বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু ঔষধাবলী সবিস্তর বর্ণিত আছে।

রসপ্রকাশ সুধাকর। ইহা যশোধর নামক গৌড়দেশবাসী ব্রাহ্মণ কর্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত নাতিবৃহৎ রসগ্রন্থ। ইহাতে অষ্টাদশবিধ রসসংস্কার

ও রসবন্ধ এবং সর্বধাতু জারণ-মারণ ব্যতীত হেমরৌপ্যাদি করণবিধিও বর্ণিত আছে।

রসফলক। রুদ্রযামলের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ধাত্বাদির শোধন-জারণাদি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

রসকৌমুদী। ভিষক মাধব প্রণীত। ইহাতে রসঘটিত বিবিধ ঔষধ নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই মাধব নিদানকার মাধবের পরবর্তী বলিয়া বোধ হয়।

রসচন্দ্রিকা। নীলাম্বর কৃত সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ।

রসচিন্তামণি। অনন্তদেব স্থরি বিরচিত রসগ্রন্থ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রসনক্ষত্রমালিকা। মথন সিংহ বিরচিত রসগ্রন্থ।

রসপদ্ধতি। শ্রীবিন্দু পণ্ডিত বিরচিত রসগ্রন্থ।

রসমঞ্জরী। শালিনাথ কৃত রসতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

রসপ্রদীপ। উত্তম রসগ্রন্থ। ভাবমিশ্র এই গ্রন্থ হইতে অনেক ঔষধ স্বীয় সংগ্রহে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

রসযোগ মুক্তাবলী। নরহরিভট্ট কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসরত্নমালা। নিত্যনাথকৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসরাজমহোদধি। রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

রসরাজ মহোদয়। রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

রসরাজলক্ষ্মী। বিষ্ণুদেব বিরচিত রসগ্রন্থ।

রসরাজসুন্দর। রসতন্ত্র বিষয়ক অর্বাচীন গ্রন্থ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

রসসংকেতকলিকা। চামুণ্ড কায়স্থ বিরচিত ক্ষুদ্র রসগ্রন্থ। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালায় মুদ্রিত।

রসসার। গোবিন্দাচার্য বিরচিত রসগ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধাতুপাদ (alchemy)

বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গোবিন্দাচার্য গুর্জরদেশবাসী এবং শংকরাচার্যের গুরু গোবিন্দাচার্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

রসসারামৃত। রাম সেন কৃত অধুনিক রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

স্বর্ণতন্ত্র। অন্য ধাতু হইতে কিরূপে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় তদ্‌বিষয়ক গ্রন্থ। লেখকের নাম অজ্ঞাত।

রসদীপিকা। আনন্দানুভব কৃত। রসচিকিৎসাবিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

রসমুক্তাবলী। রস শোধন ও চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকর্তার নাম অজ্ঞাত।

রসরত্নদীপিকা। রামরাজ প্রণীত সংক্ষিপ্ত রসচিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ।

রসরাজ শঙ্কর। রস চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। রামকৃষ্ণ প্রণীত।

রসাবতার (১)। গ্রন্থকর্তা অজ্ঞাত। রসচিকিৎসাবিষয়ক বিপুল গ্রন্থ।

রসাবতার (২)। মাণিক্যচন্দ্র জৈন প্রণীত রসচিকিৎসাবিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

কাকচণ্ডেশ্বরীমততন্ত্র। রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। কাকচণ্ডেশ্বরী ও ভৈরবের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

বৈদ্যবৃন্দ। নারায়ণ কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত। নারায়ণ কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নিঘণ্টু গ্রন্থ

নিঘণ্টুর অন্য নাম দ্রব্যগুণ। সংহিতাসমূহে দ্রব্যগুণ সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত বলিয়া বিস্তৃত নিঘণ্টু চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নিঘণ্টুর পরিচয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ধন্বন্তরি নিঘণ্টু। কাশীরাজ ধন্বন্তরি ইহার বক্তা। তাঁহার কোন্ শিষ্য ইহা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন তাহা জানা যায় না। সংগ্রহকার এই নিঘণ্টুকে দ্রব্যাবলি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মদনবিনোদ বা মদনপাল নিঘণ্টু। কচ্ছদেশের রাজা মদনপাল এই

নিঘণ্টুর রচয়িতা। মদনপাল নিজ গ্রন্থে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নিঘণ্টুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল নিঘণ্টু এখন পাওয়া যায় না মদনপালনিঘণ্ট মধ্যমাকারের উত্তম নিঘণ্টু গ্রন্থ।

রাজ নিঘণ্টু। এই উৎকৃষ্ট নিঘণ্টু নরহরি পণ্ডিত প্রণীত। নরহরি আপনাকে কাশ্মীরদেশীয় বলিয়াছেন আর কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র ভাষায় দ্রব্যের নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি গ্রন্থরচনা কালে কর্ণাট বা মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ধন্বন্তরিনিঘণ্টু, মদনপাল নিঘণ্ট, হলায়ুধ নিঘণ্টু, বিশ্বপ্রকাশ নিঘণ্টু, অমরকোষ এবং শেষরাজনিঘণ্টু প্রভৃতি হইতে গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব ইনি উক্ত গ্রন্থকারদের পরবর্তী, কিন্তু চক্রপাণির পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়।

দ্রব্যগুণসংগ্রহ। চক্রপাণি এই সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টুর প্রণেতা। ইহাতে কয়েকটি মাত্র পথ্য ও ভেষজদ্রব্যের গুণ লিখিত হইয়াছে।

রাজবল্লভ নিঘণ্টু। এই নিঘণ্টু রাজবল্লভ বৈদ্যের রচিত। ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ লিখিত হয় নাই।

সোঢ়ল নিঘণ্টু। সোঢ়ল কৃত বিস্তৃত নিঘণ্টু গ্রন্থ। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালার মধ্যে মুদ্রিত হইতেছে।

রত্নমালা। মাধব প্রণীত সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টু গ্রন্থ।

এই সকল নিঘণ্টু ব্যতীত চন্দ্রনন্দনকৃত গণনিঘণ্টু, বোপদেব কৃত হৃদয়-প্রদীপ, মুদ্গলকৃত দ্রব্যরত্নাকরনিঘণ্টু, কেয়দেব কৃত কেয়দেবরত্নাকর নিঘণ্টু, কেশব কৃত সিদ্ধমন্ত্র প্রভৃতি বহু নিঘণ্টু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্বাচীন-কালে বহু দেশীয় এবং অনেক ভারতীয় ও য়ুরোপীয় চিকিৎসক ভারতীয় ভেষজদ্রব্যের গুণনির্ণায়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিবিধ সংগ্রহ

অজীর্ণমঞ্জরী। কোন্ দ্রব্য সেবনজনিত অজীর্ণ কোন্ দ্রব্য সেবনে প্রশমিত হয়, এই গ্রন্থে তাহা উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অঞ্জননিদান। অগ্নিবেশপ্রণীত সংক্ষিপ্ত নিদানসংগ্রহ। জয়কৃষ্ণ মিশ্র অঞ্জননিদানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

অনুপানদর্পণ। এই গ্রন্থে ধাতুঘটিত ঔষধসমূহের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অনুপানমঞ্জরী। অনুপানদর্পণের সদৃশ আধুনিক গ্রন্থ। কাশীতে মুদ্রিত।

অনুভূতযোগাবলী। এই গ্রন্থে উত্তম উত্তম পরীক্ষিত যোগসকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

অভিনবচিন্তামণি। চক্রপাণি দাস কৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

অর্কপ্রকাশ। রাবণ কৃত। ইহাতে অর্ক (আরক) প্রস্তুতের নিয়ম ও রোগভেদে প্রয়োগের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। রাবণকৃত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ইহা বৌদ্ধযুগের পরবর্তিকালে রচিত।

আতঙ্কদর্পণ। বাচস্পতিকৃত মাধবনিদানের টীকা, গ্রন্থবিশেষ নহে। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে ইহাকে সংগ্রহ বলিয়াছেন, এইজন্য এখানে উল্লিখিত হইল[১]। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

আদিশাস্ত্র। ইহাতে স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, কিরূপ স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত এবং বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

১ টীকাগ্রন্থ অসংখ্য—তাহাদের উল্লেখ বিশেষ কারণ না থাকিলে করা হইল না।

আনন্দকন্দ। এই গ্রন্থ রসানন্দকন্দ নামেও প্রসিদ্ধ। মন্থানভৈরব ইহার রচয়িতা। *

আয়ুর্বেদ-সুধানিধি। সায়ণাচার্যের অনুরোধে একাম্রনাথ অবধান সরস্বতীর পুত্র শৈলনাথ কর্তৃক রচিত সংগ্রহ গ্রন্থ।

আয়ুর্বেদসুষেণসংহিতা। ইহাতে সামান্য ওষধিবর্গ, ধান্যবর্গ, জলবর্গ ইত্যাদি দোষগুণ লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

আয়ুর্বেদসূত্র। ব্যাকরণের যেমন এক-একটি সূত্র থাকে, এই গ্রন্থ সেইরূপ সূত্রাত্মক; সূত্র যথা "আমং হি সর্বরোগাণাং" "অনামপালনং কার্যং" ইত্যাদি। আয়ুর্বেদসূত্রের অগস্ত্যবিরচিত টীকা আছে শুনা যায় এবং নিত্যানন্দনাথ বিরচিত প্রশ্নপঞ্চকের টীকা পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থের সপ্তদশ প্রশ্নাত্মক অংশ বিদ্যমান। * *

আয়ুর্বেদাগমন। ইহা আয়ুর্বেদের ইতিহাস। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থকারগণের নাম ইহাতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুর্লভ।

আরোগ্যচিন্তামণি। চিকিৎসাসংগ্রহ। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

ইন্দ্রকোষ। প্রভাকরপুত্র ভট্ট রামচন্দ্র গৌড়ের রাজা ইন্দ্রসিংহের আদেশ অনুসারে নানা বৈদ্যক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই কোষ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অন্য নাম রাজেন্দ্রকোষ।

উপবনবিনোদ। শার্ঙ্গধরসংগ্রহের বৃক্ষায়ুর্বেদ বিষয়াত্মক অংশ। বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক বহুপূর্বে স্বতন্ত্রভাবে অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছিল। কী নিয়মে বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়, কী উপায়ে বৃক্ষসকল বৃহৎ এবং প্রচুর ফল ধারণ করে, কোন্ বৃক্ষে কিরূপ সার দিতে হয়, কী করিয়া বৃক্ষবাটিকা নির্মাণ করিতে হয়, এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয় ও কূপার্থ ভূমি পরীক্ষা, বৃক্ষচিকিৎসা প্রভৃতি লিখিত আছে।

* *চিহ্নিত গ্রন্থগুলি দক্ষিণাপথে প্রসিদ্ধ।

ওষধি কল্প। এই গ্রন্থে বিবিধ দ্রব্যের গুণ, কেশরঞ্জন বিধি ও ধাতু—জারণমারণের বিধি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

কল্পপঙ্কজপ্রয়োগ। এই গ্রন্থে তোপচিনিকল্প, রুদ্রবন্তীকল্প, রাগদমনীকল্প, শিবলিঙ্গীকল্প এবং পলাশকল্প—এই কয়টি বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কল্যাণকারক। শ্রীমদ্ জিন মগধভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরে রাষ্ট্রকূটবংশজ মহারাজ নৃপতুঙ্গ মহীবল্লভের চিকিৎসক উগ্রাদিত্যাচার্য উহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। উগ্রাদিত্যাচার্য খ্রীস্টীয় ৮১৪ বৎসরে নৃপতুঙ্গের সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। * *

কার্মণম্। এই গ্রন্থে ওষধিসমূহের পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক, ও পত্র এই পঞ্চাঙ্গের গুণ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না। কিন্তু গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে বহুল পরিমাণে অন্ধ্রদেশীয় ভেষজের গুণ লিপিবদ্ধ করায় তিনি অন্ধ্রদেশবাসী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। * *

কালজ্ঞান। শম্ভুনাথ কর্তৃক রচিত। এই গ্রন্থে মৃত্যুবোধক লক্ষণ, রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

কুটমুদ্গার। এই গ্রন্থে অজীর্ণরোগের চিকিৎসা ও পথ্য লিখিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

ক্ষেমকুতূহল। কৃষ্ণশর্মবিরচিত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

গূঢ়বোধক। হেরম্ব সেন কৃত। এই গ্রন্থে কতকগুলি রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আছে। অমুদ্রিত।

গৌরীকাঞ্চলিকা তন্ত্র। ইহা তান্ত্রিক চিকিৎসা-সংগ্রহ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

চক্রদত্ত। চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত-কৃত নানাস্থানে মুদ্রিত চিকিৎসাসংগ্রহ। চক্রদত্ত নামেই সুপরিচিত এই উৎকৃষ্ট সংগ্রহ সর্বত্রই বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহা চিকিৎসাসারসংগ্রহ নামেও প্রসিদ্ধ। এই সংগ্রহের অনেক অংশ বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগ হইতে গৃহীত।

চর্যাচন্দ্রোদয়। ইহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার প্রাণালী লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চারুচর্যা। ভোজরাজ কৃত। স্বস্থবৃত্ত বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

চিকিৎসাকলিকা। ত্রিসটাচার্য কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। বিজয়রক্ষিত নিদান-টীকায় ত্রিসটাচার্যের রচনা উদ্ধৃত করায় জানা যায় যে ইনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। অমুদ্রিত।

চিকিৎসাকল্পলতিকা। ইহাও ত্রিসটাচার্য প্রণীত বৃহত্তর চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

চিকিৎসাঞ্জন। ইহাতে জ্বর, শ্বাস, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি অনেকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চিকিৎসাদীপিকা। হরানন্দ কৃত। হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসামৃত। গণেশ কৃত। অমুদ্রিত।

চিকিৎসারত্ন। জগন্নাথ দত্ত কৃত। হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসা-রত্নাভরণ। সদানন্দ দাধীচ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থ।

চিকিৎসাসার। হরিভারতী কৃত। অমুদ্রিত।

চিন্তামণি। বল্লভেন্দ্র এই গ্রন্থের রচয়িতা, ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয়, এবং রোগসমূহের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। কর্মবিপাকজাত রোগসকল এবং তাহাদের শান্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। চরকাদি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিষয়নির্ণয়, সন্নিপাত-জ্বরাদির ভেদ, সাধ্যাসাধ্য অবস্থা প্রভৃতি এবং রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। * *

জ্বরতিমিরনাশক। সর্বপ্রকাশ জ্বরঘ্ন ঔষধ সংগ্রহ। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

জ্বরনির্ণয়। নারায়ণ কৃত। অমুদ্রিত।

ত্রিশতি। রাওলশার্ঙ্গধর কৃত জ্বরচিকিৎসাসংগ্রহ। এই শার্ঙ্গধর সংহিতা-প্রণেতা শার্ঙ্গধর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

ধারাকল্প। জল ও ক্বাথাদি পরিষেক দ্বারা চিকিৎসাপদ্ধতিমূলক গ্রন্থ। হাইড্রোপ্যাথি নামক চিকিৎসায় যেমন জলপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, এই গ্রন্থেও সেইরূপ জল এবং ক্বাথের প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার উপদেশ আছে।

নাড়ীজ্ঞানতরঙ্গিনী। নাড়ীজ্ঞানবিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীজ্ঞানদীধিতি। নাড়ীজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীদর্পণ। নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

নাড়ীপরীক্ষা। রাবণ কৃত উত্তম সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীপরীক্ষাদি চিকিৎসা কথন। সঞ্জীবেশ্বর শর্মার পুত্র রত্নপাণি শর্মার রচিত নাড়ীজ্ঞান ও তন্মূলক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নাড়ীপ্রকাশ। বঙ্গদেশীয় শঙ্কর সেন কৃত নাড়ীজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীবিজ্ঞান। কণাদকৃত। এই কণাদ বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। মহর্ষি কণাদ চরকের, সম্ভবতঃ অগ্নিবেশেরও, পূর্ববর্তী, কেননা চরকে বৈশেষিকদর্শনের পদার্থবাদ গৃহীত হইয়াছে। কণাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান চরকের সময়ে প্রসিদ্ধ থাকিলে চরকের ন্যায় সর্বার্থসংগ্রাহক মহাগ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞানের উল্লেখ থাকিত[১]। তাহা যখন

১ বৈদিকগ্রন্থে নাড়ীজ্ঞান বা নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে কোনো বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। এই-জন্য বৈদিকযুগের নাড়ীপরিচয় বিদ্যা ছিল না বলিয়াই অনুমান করা যায়। তান্ত্রিকযুগে নাড়ী লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু নাড়ীপরীক্ষার নাড়ী অর্থে ধমনী (artery) বুঝিতে হয়— যোগশাস্ত্রের নাড়ী (nerve) স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ বৈদ্যকের নাড়ীবিদ্যা তান্ত্রিকযুগের শেষভাগে প্রচারিত হইয়াছিল।

নাই, এবং রচনাও যখন আধুনিক রচনার মতো, তখন নাড়ীবিজ্ঞান মহর্ষি কণাদকৃত, একথা স্বীকার করা যায় না।

নাবনীতক। ইহা অজ্ঞাতনামা কোনো বৌদ্ধভিক্ষু কৃত সিদ্ধযোগসংগ্রহ। কর্ণেল বাউয়ার কর্তৃক চীনদেশে মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত।

নামসাগর। কেন্দ্রদেব কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নিদানপ্রদীপ। ইহা নাগনাথ বিরচিত রোগ-পরিচায়ক গ্রন্থ। * *

নৃসিংহোদয়। বীরসিংহ কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ।

পথ্যাপথ্য। কেশবপ্রসাদ মিশ্র সংগৃহীত। ইহাতে রোগভেদে পথ্যাপথ্যের বিষয় লিখিত আছে। বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়। বিশ্বনাথ সেন রচিত পথ্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এই বিশ্বনাথ উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির চিকিৎসক ছিলেন।

পথ্যাপথ্যবিবোধক। কেয়দেব কৃত নিঘণ্টু গ্রন্থ।

পরহিতসংহিতা। শ্রীনাথ পণ্ডিত বিরচিত এই গ্রন্থে কৌমারভৃত্যতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্বেদের শল্যশালাক্যাদি আটটি তন্ত্র হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা সহ সুবিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। * *

পাকপ্রদীপ। খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পাকরত্নাকর। খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পূজ্যপাদীয়। আচার্য পূজ্যপাদ এই সংগ্রহগ্রন্থের রচয়িতা। পার্শ্ব পণ্ডিতের লিখিত পূজ্যপাদচরিত হইতে জানা যায় যে তিনি ৪৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। * *

প্রয়োগচিন্তামণি। রামমাণিক্য সেন রচিত চিকিৎসাগ্রন্থ।

প্রয়োগপারিজাত। অসংখ্য প্রয়োগসমন্বিত প্রাচীন ও প্রামাণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বসবরাজীয়। আন্ধ্রদেশের শৈব ব্রাহ্মণকুলে জাত বসবরাজ এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয়, জ্বর কাসাদি

রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং অনুভবসিদ্ধ উৎকৃষ্ট যোগসকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রেউচিনি, অহিফেন প্রভৃতি ভাবপ্রকাশ-পরিগৃহীত ঔষধের উল্লেখও এই গ্রন্থে দেখা যায়। * *

বাণীকরী। বাণীকরী রচিত। ইহাতে রোগসমূহের পৃথক্ করণ diagnosis সম্বন্ধে উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

বালচিকিৎসাপটল। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত শিশুচিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

বালবোধ। বামাচার্য কৃত সরল চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বিশ্বকোষ। মহেশ্বর রচিত বৈদ্যক অভিধান। অমুদ্রিত।

বিষোদ্ধার। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের লিখিত বিষ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বীরসিংহাবলোকন। বীরসিংহ রচিত চিকিৎসাসংগ্রহ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যকরহস্য। বংশীধরের পুত্র বিদ্যাপতি এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থকার গৌড়বর্য হ্যানতি (?) রায়ের অনুমতি অনুসারে ১৭৩৮ সংবতে গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে জ্বর প্রভৃতি রোগসমূহের চিকিৎসা বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ফিরঙ্গ রোগের উল্লেখ থাকায় জানা যায় যে বিদ্যাপতির সময়ে ফিরঙ্গ রোগ দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

বৈদ্যকল্পদ্রুম। শুকদেব সংগৃহীত চিকিৎসাগ্রন্থ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যকসংগ্রহ। গ্রন্থকারের নাম মহেন্দ্র, এইমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রকার চূর্ণ, ক্বাথ, তৈল, ঘৃত, এবং পারদঘটিত ঔষধ সমূহের প্রয়োগবিধি লিখিত আছে। গ্রন্থে আত্রেয়, চরক, শ্রীবৎস, অমৃতমালা, রসার্ণব, রসরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

বৈদ্যজীবন। দিবাকরসুত লোলিম্বরাজ রচিত। ইহাতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যশাস্ত্রবিষয়ক উপদেশ দম্পতির কথোপকথনচ্ছলে আদিরসাত্মক পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যবল্লভ। হিতরুচির পুত্র হস্তিরুচি এই জ্বরচিকিৎসাগ্রন্থের রচয়িতা। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যবিনোদ। শঙ্কর সেন বিরচিত চিকিৎসাগ্রন্থ। মুদ্রিত।

বৈদ্যবিলাস। রাঘব কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যমন উৎসব। যোগসংগ্রহ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যমনোরমা। কেরলদেশবাসী শ্রীকালিদাস বৈদ্য রচিত সংগ্রহগ্রন্থ।

বৈদ্যরত্ন। গোস্বামী শিবানন্দ ভট্ট এই চিকিৎসাগ্রন্থের রচয়িতা। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যসঞ্জীবনী। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যসর্বস্ব। চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

বৈদ্যসংক্ষিপ্তসার। সোমনাথ মহাপাত্র কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যসংগ্রহ। গোপালদাস কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত। বৈদ্য শ্রীমাণিক্য ভট্টের পুত্র ভিষক্ মোরেশ্বর রচিত। ইঁহার বাসস্থান মহম্মদ নগরে ছিল। ১৫০৫ সংবৎসরে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। চারিটি অলংকার বা অধ্যায়ে সংক্ষেপে রোগসমূহের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যামৃতলহরী। মথুরানাথ শুক্ল কৃত জ্বরচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ।

ভাস্করোদয়। গঙ্গাধর কবিরাজ বিরচিত সংক্ষিপ্ত রোগবিজ্ঞান বিষয়ক বিচারগ্রন্থ। মুদ্রিত হইয়াছে।

ভীমবিনোদ। দামোদর কৃত সংগ্রহগ্রন্থ। ইহা চিকিৎসা ও উত্তর, এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রসম্মত কর্মবিপাক ও রোগসমূহের উৎপত্তির কারণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। রসঘটিত এবং উদ্ভিজ্জঘটিত উভয়বিধ ঔষধেরই প্রয়োগবিধি গ্রন্থে লিখিত আছে।

ভৈষজ্যরত্নাবলী। গোবিন্দদাস কৃত প্রসিদ্ধ চিকিৎসাসংগ্রহ। বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইহা অত্যন্ত সমাদৃত।

ভৈষজ্যসারামৃতসংহিতা। উপেন্দ্র মিশ্র প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ।

ভোজন কুতূহল। রঘুনাথ কৃত খাদ্যপাক বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মধুমতী। ইহা নরসিংহ কবিরাজ রচিত দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা সংগ্রহ। নরসিংহ দ্রাবিড়নিবাসী নীলকান্ত ভট্টের পুত্র এবং রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, গ্রন্থকারের নিকট অতি প্রাচীন পুঁথি বর্তমান।

মনোরমা। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিত জ্বরচিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মাধবনিদান। বঙ্গের বৈদ্যশিরোমণি মাধবকর সংগৃহীত এই রুগ্বিনিশ্চয় নামক গ্রন্থ নিদান বা মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ। মাধবনিদান সমস্ত নিদানের পূর্ববর্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ভারতের সকল দেশেই সমাদৃত। ইহার উপর বিজয় রক্ষিত প্রণীত ব্যাখ্যা মধুকোষ এবং বাচস্পতিকৃত আতঙ্কদর্পণ নামক টীকাগ্রন্থদ্বয় পাওয়া যায়।

মাধবসংহিতা। গ্রন্থমধ্যে 'মাধব বিরচিত' এই পরিচয় ব্যতীত গ্রন্থকারের আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মাধব এবং মাধব কর যে একই ব্যক্তি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। গ্রন্থে প্রথমে রোগের লক্ষণ এবং পরে চিকিৎসাবিধি লিখিত হইয়াছে। রোগের লক্ষণ মাধব নিদানের ঠিক অনুরূপ—ক্বচিৎ রোগের লক্ষণ কিছু অধিক আছে মাত্র। মাধবনিদানের ক্রম অনুসারে জ্বর হইতে বিষনিদান পর্যন্ত লিখিত হইয়াছে, পরে রসায়ন, বাজীকরণ, পঞ্চকর্ম ও পরিভাষা লিখিত হইয়াছে।

মূত্রপরীক্ষা। অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত মূত্রপরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মোমহন বিলাস। ক্ষত্রিয় বংশীয় মোমহন প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। মোমহন পিরোজখাঁর পুত্র মহমুদ শাহের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন এবং ১৪৬৭ শকাব্দে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া স্বগ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে চরক, সুশ্রুত, অত্রি, বাগ্‌ভট, উড্ডীশ, পুরুহূতজ্জাস, সদ্‌যোগিনী মত, বৃন্দ, বঙ্গ, সারর্ণব, চক্র, অশ্বিনীকুমারসংহিতা, নাগার্জুন, রসযোগমুক্তাবলী, তত্ত্বকণিকা,

রাজমার্ত্তণ্ড, আগমরত্নাবলী, যোগমালা, যোগরত্নাবলী, রসরত্নাকর, যোগবিধান ও ক্রিয়াকালগুণোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

যোগচন্দ্রিকা। লক্ষ্মণাচার্য প্রণীত বৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগচিন্তামণি। শ্রীচন্দ্রকীর্তির শিষ্য হর্ষকীর্তি স্থরি নামক জৈন পণ্ডিত বিরচিত প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থমধ্যে আত্রেয়, চরক, বাগ্‌ভট, সুশ্রুত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, হারীত, ভৃগু, ভেল, বৃন্দ, মাধব কর প্রভৃতির গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়।

যোগতরঙ্গিণী। দক্ষিণাপথনিবাসী বৈদ্য ত্রিমল্ল ভট্ট রচিত। গ্রন্থকারের পিতার নাম বল্লভ, পিতামহের নাম শিঙ্গন ভট্ট এবং পুত্রের নাম শঙ্করভট্ট। এই শঙ্করভট্ট রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ত্রিমল্লভট্ট এই গ্রন্থ ব্যতীত শতশ্লোকী, বৃহদ্ যোগতরঙ্গিনী, বৃত্তমাণিক্যমালা ও বৈদ্যচন্দ্রোদয় নামক বৈদ্যকগ্রন্থ এবং অলংকারমঞ্জরী নামক অলংকারগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থমধ্যে অশ্বিনীকুমারসংহিতা, চরকাচার্য, চপটী, আরোগ্যদর্পণ, কৃষ্ণাত্রেয়, কলিকা, গোরক্ষনাথ, চিন্তামণি, চক্রদত্ত, চিকিৎসাকলিকা, চিকিৎসাদীপ, ত্রিসটাচার্য, নারায়ণ, প্রয়োগপারিজাত, বৃদ্ধহারীত, বৌদ্ধমত, বৌদ্ধসর্বস্ব, ভদ্র শৌনক, ভালুকিতন্ত্র, ভৈরবতন্ত্র, মদনপাল, মতিকুমার, যোগরত্নাবলী, যোগশত, যোগপ্রদীপ, রসরত্নপ্রদীপ, রুদ্রচন্দ্র, রত্নপ্রদীপ, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রুগ্বিনিশ্চয়, রসরত্ন, রসপ্রদীপ, রাজমার্ত্তণ্ড, রসরত্নাবলী, বৈদ্যালংকার, বৃন্দ, বীরসিংহাবলোকন, বসবরাজ, বৈদ্যাদর্শ, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, সারসংগ্রহ ও সুশ্রুত এই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থে ৭৭টি তরঙ্গ বা অধ্যায়ে আয়ুর্বেদের সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। * *

যোগদীপিকা। চিকিৎসাসংগ্রহ। রণকেশরী প্রণীত।

যোগরত্নাবলী। শ্রীকণ্ঠ বিরচিত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

যোগশতক। শ্রীকণ্ঠ দাস কৃত জরাব্যাধিনাশক শতসংখ্যক যোগ সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

যোগসমুচ্চয়। দাসগণপতি প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ।

যোগসংগ্রহ। গ্রন্থকার অজ্ঞাত। উত্তম উত্তম প্রয়োগ সমূহের সংগ্রহাত্মক গ্রন্থ।

যোগসুধানিধি। জগদীশের পুত্র বন্দিমিশ্র প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থের ষোড়শ প্রকরণের মধ্যে একটি প্রকরণ মাত্র পাওয়া যায়। এই প্রকরণ পাঠে বুঝা যায় যে মনুষ্যচিকিৎসা শেষ করিয়া স্ত্রী-পশুর চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। স্ত্রী-পশুদিগের বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় এই প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

রাজমার্তণ্ড। ভোজরাজ কৃত উত্তম প্রয়োগসংগ্রহ। এই গ্রন্থ বোম্বাই আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে।

শতশ্লোকী। বোপদেব কৃত শতশ্লোকময় ঔষধসংগ্রহ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

শরীরনিশ্চয়াধিকার। রামদাস কৃত। এই গ্রন্থে গর্ভাবস্থায় রমণীগণের পক্ষে হিতকর নিয়ম পালন বিষয়ক উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

শালিহোত্রসার সমুচ্চয়। কহ্লন প্রণীত অশ্ব চিকিৎসা গ্রন্থ।

শ্রীকণ্ঠনিদান। এই গ্রন্থ জীবরক্ষামৃত নামেও প্রসিদ্ধ। ইহাতে প্রথমে নাড়ী প্রভৃতি অষ্ট স্থান পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয়ের উপদেশ দিয়া পরে প্রত্যেক রোগের নিদান লক্ষণাদির বিষয় বলা হইয়াছে। সন্নিপাতাদি কতকগুলি রোগের বিজ্ঞানোপায় এই গ্রন্থে মাধবনিদান অপেক্ষা বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে এবং মাধবনিদান অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক রোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। * *

লক্ষণামৃত। কেরলদেশপ্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত বিষচিকিৎসা গ্রন্থ। সুন্দর ভট্টপাদ প্রণীত।

সন্নিপাতমঞ্জরী। ভবদেব কৃত সন্নিপাতচিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সদ্‌বৈদ্যভাবাবলী। জগন্নাথ গুপ্ত কৃত সংগ্রহগ্রন্থ।

সংজ্ঞাসমুচ্চয়। চতুর্ভুজের পুত্র শিবদত্ত মিশ্রপ্রণীত। গ্রন্থে দ্বাদশটি প্রকরণ আছে। ১। দোষ, ধাতু, মর্ম প্রভৃতি। ২। রোগসমূহের হেতু প্রভৃতি। ৩। দ্রব্যসমূহের গুণ ও বীর্যাদি। ৪। লঙ্ঘন প্রভৃতি। ৫। ত্রিফলাদি পারিভাষিক সংজ্ঞা। ৬। দ্রবদ্রব্য বিনির্দেশ। ৭। কৃতান্নবর্গ। ৮। অহিত দ্রব্য। ৯। স্বরসাদি সংজ্ঞা। ১০। পরিমাণনির্দেশ। ১১। স্নেহ, স্বেদ, ধূম, গণ্ডূষ, কবল, মুখলেপ, মূর্ধলেপ, নেত্রাঞ্জন, পুটপাক প্রভৃতি। ১২। মিশ্রসংজ্ঞা প্রকরণ। ইহা উত্তম সংগ্রহগ্রন্থ কিন্তু অমুদ্রিত।

সাধ্যরোগরত্নাবলী। শ্যামলাল কৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সিদ্ধভেষজমণিমালা। জয়পুরবাসি-ভট্ট শ্রীকৃষ্ণরাম প্রণীত উত্তম আধুনিক সংগ্রহ।

সিদ্ধান্তমঞ্জরী। বোপদেব কৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

স্ত্রীচিকিৎসা। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ।

স্ত্রীবিলাস। দেবেশ্বর উপাধ্যায় প্রণীত স্ত্রী-চিকিৎসাবিষয়ক নাতি-বৃহৎ গ্রন্থ।

হংসরাজনিদান। হংসরাজ কৃত নিদানসংগ্রহ। এই গ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

হিতোপদেশ (১)। শ্রীকান্ত দাশ কৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। শিশু, স্ত্রী ও বিষ চিকিৎসার বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অমুদ্রিত।

হিতোপদেশ (২)। শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্যপ্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ

দক্ষিণাপথে আয়ুর্বেদ প্রচারের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। আর্যাবর্তে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন বশতঃ আয়ুর্বেদের পঠন-পাঠন সংস্কৃত ভাষাতেই অধিক প্রচলিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় দ্রাবিড় আন্ধ্র প্রভৃতি ভাষারও সমধিক উন্নতি হওয়ায় বহু আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ ঐ সকল ভাষাতেই রচিত

হইয়াছিল। যাঁহারা দক্ষিণাপথে সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বড-সম্প্রদায় এবং যাঁহারা দ্রাবিড়াদি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা তেন-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ; আন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত ও রচিত কোনো কোনো গ্রন্থ দুই সহস্র বৎসর বা তদূর্ধ্বকালের প্রাচীন। অবশ্য দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষাতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অনেক স্থলে সেই সকল গ্রন্থ যে ভাষাগ্রন্থগুলির মূলীভূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক মৌলিক ভাষাগ্রন্থও বর্তমান। আমরা দক্ষিণাপথের যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় বিবিধ সংগ্রহের মধ্যে লিখিত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে তদ্দেশীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার

পুলস্ত্য	জেবিমুস্থ	বিভণ্ডক	গঙ্গাধর
তেরয়্যর	পেব্বাংতোম্বুমুস্থ	বৈদর্ভনর	মন্থান ভৈরব
প্যাহমুনি	তেক্কাটুমুস্থ	বাগ্বলি	মঙ্গব্বগিরি সুরী
ভোগর	আলত্তুরুনম্বি	মৃগশর্ম	শ্রীনাথ পণ্ডিত
পুলিপ্পাণি	উগ্রাদিত্যাচার্য	সুরেন্দ্র	ত্রিমল্ল ভট্ট
বৈথরিমুস্থ	মঙ্গরাজ	দেবেন্দ্র মুনি	শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত
শিরট্টনমুস্থ	অভিনব চন্দ্র		
তিরুবান্ কুরু	পূজ্যপাদ	নংজরাজ	শ্রীকণ্ঠ শিব পণ্ডিত
হস্তর্চারি	বসবরাজ	নৃসিংহ ভট্ট	নাগনাথ
বিশাল	বিজ্ঞানেশ্বর	বল্লভেন্দ্র	

গ্রন্থ

কার্মণম্	উমামহেশ্বর সংবাদ
অভিধান রত্নমালা	চিন্তামণি

দ্রব্যগুণরত্নাবলি
দ্রব্যগুণকল্পবল্লী
আয়ুর্বেদমহোদধি
পদার্থচন্দ্রিকা
দ্রব্যগুণ চতুঃশ্লোকী
শ্রীকণ্ঠনিদান
নিদানপ্রদীপ
নাড়ীজ্ঞানবিনির্ণয়
ষড়্‌বিধ নাড়ীতন্ত্র
নাড়ীনক্ষত্রমালা
নাড়ীজ্ঞান
ভেষজসর্বস্ব
ধন্বন্তরি বিলাস
যোগশতক
সন্নিপাতচন্দ্রিকা
রাজমৃগাঙ্ক
প্রশ্নোত্তররত্নমালা
ধন্বন্তরিসারনিধি
বীরভট্টীয়
গদসঞ্জীবনী
বৃষরাজীয়*
দূতাধ্যায়*
মদনকামরত্ন*

বসবরাজীয়
হিতোপদেশ
যোগরত্নাবলি
যোগতরঙ্গিণী
বৃহৎ যোগতরঙ্গিণী
পরহিত সংহিতা
রস প্রদীপিকা *
শিবতত্ত্ব রত্নাকর
আনন্দ কন্দ
রুগ্‌-হৃদয়
রুগ-বিলাস
রুগ্‌-হৃদয় সার
আয়ুর্বেদ সূত্র
ভেষজ-কল্প *
নবনাথ সিদ্ধ দীপিকা *
আন্ধ্র বৈদ্য চিন্তামণি*
শতশ্লোকী*
আয়ুর্বেদার্থ সংগ্রহ*
ধন্বন্তরি বিজয়*
ভিষগ্বরাঞ্জন*
খগেন্দ্রমণি দর্পণ*
সাহিত্যবৈদ্যবিদ্যা জলনিধি
ভিষগ্বরতিলক

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি আন্ধ্রভাষায় রচিত।

বালগ্রহচিকিৎসা	কবিজনৈকমিত্র
সর্বরোগচিকিৎসারত্ন	পূজ্যপাদীয়
চিকিৎসা নূলু (?)	কল্যাণকারক
বাগ্‌ভট চিন্তামণি	সহস্রযোগ
বিভসার সংগ্রহ	হরমেখলা
চিকিৎসাসার	আরোগ্যকল্পদ্রুম

আন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত আরও কতকগুলি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত চিকিৎসাগ্রন্থের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল গ্রন্থের নাম পর্যন্ত দ্রাবিড় ভাষায় রচিত।

অগস্ত্যর পেরুন্দিরট্টু	সরক্কুবৈপ্প
অগস্ত্যর ভস্মমুরৈ	রামদেবন পেরিনূল
অগস্ত্যর আয়ুর্বেদ ভাষ্যম	গোরক্কর বৈদ্যং
অগস্ত্যর নাড়িনূল	মৎস্যমুনি এন্নূর
অগস্ত্যর আয়িরত্তরেনূর	করুবুবার তিরট্টু
অগস্ত্যর তোলকাপ্যং	তেরয়্যর্ করাশীল মুন্নূর
অগস্ত্যর পরিপূর্ণং	অগস্ত্যর পিলনৈতমিল্
পুলিপ্পাণি ঐনূর	শিবজালং
ভোগর এন্নূর	যম্মুখ জালং
উহ্মুনি আয়িরং	কোংকণর নিদাং
রোমঋষি ঐনূরু	

সিংহলে আয়ুর্বেদ

দক্ষিণাপথ হইতে সিংহল দ্বীপে আয়ুর্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আনন্দকন্দ নাকগ্রন্থপ্রণেতা মন্থানভৈরব সিদ্ধ সিংহলদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য ছিলেন। সারার্থসংগ্রহ, ভেষজমঞ্জুষা সারসংক্ষেপক, ভেষজকল্প, যোগশতক,

সারস্বত নিঘণ্টু, সিদ্ধৌষধ নিঘণ্টু এবং যোগরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ সিংহলে এখনও প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে যোগরত্নাকর ছয় শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে ময়ূরপাদ ভিক্ষু নামক্ বৌদ্ধাচার্য কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল।[১]

আমরা বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এস্থলে লিখিত হইল। বর্তমান কালের গ্রন্থ গ্রন্থকারগণের পরিচয় বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। লিখিত গ্রন্থসকল ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে বহু গ্রন্থরত্ন অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

---

১ দক্ষিণাপথ ও সিংহলে আয়ুর্বেদ প্রচার সম্বন্ধীয় অধিকাংশ তথ্য মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈদ্যরত্ন গোপালাচার্লু মহাশয়ের সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তুর আলোচনা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ হইতে বিস্তৃততর হইবে।

"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে; অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।"

—লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ

১. বিশ্বপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
৩. পৃথ্বীপরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪. আহার ও আহার্য : শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
৫. প্রাণতত্ত্ব : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. বাংলাসাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী
৭. ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা : শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়